ভুবনডাঙার
পাঁচালী
চারের পাতায়

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ডাক্তারদের চিহ্ন
কি যুক্তিযুক্ত?
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২৫ আষাঢ় – ৩১ আষাঢ়, ১৪২২ ঃ ১১ জুলাই – ১৭ জুলাই, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 37, 11 July - 17 July, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সব প্রতিশ্রুতিকে ব্যর্থ করে

নদী বাঁধে ফাটল, আশঙ্কায় দিন গুনছে সুন্দরবন

মেহেবুব গাজি

গঙ্গা যে তাদের কতবার বে-ঘর করেছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। গঙ্গার গ্রাসে হারিয়ে গিয়েছে বিঘের পর বিঘে কৃষিজমি, খেলার মাঠ, ধানকল, ঠাকুরথান... কতকিছু! সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ নদী ভাঙনের জেরে কার্যত সর্বস্বান্ত। বর্ষার শুরুতেই এবার বেশ কিছু নদী বাঁধে ফাটল ও ভাঙন দেখা দেওয়ায় নতুন করে প্লাবনের আশঙ্কায় দিন গুনছেন সাগর, নামখানা ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের কয়েক হাজার বাসিন্দা। বারে বারেই ভাঙন আটকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। তাতেও বিশেষ ফল না মেলায় এবার সমুদ্রের পাশাপাশি নদী পাড়ও কংক্রিটের বোল্ডারে বাঁধানোর দাবি তুলেছেন আতঙ্কিত বাসিন্দারা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি সামিমা শেখ জানান, 'খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। বর্ষার শুরুতেই নতুন করে যেখানে যেখানে নদী বাঁধে ফাটল ও ভাঙন দেখা দিয়েছে দ্রুত সেখানে মেরামত করা হবে।'

স্থানীয় ও জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, সুন্দরবনের আয়লা বাঁধ নির্মাণের জন্য ২০১০ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে ৫০৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। তিন বছরের মধ্যে বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। এখনও পর্যন্ত ২২৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হলেও মাত্র ৫০ কিমি আয়লা বাঁধের কাজ চলছে। সেই কাজ বর্ষার আগে শেষ করার পরিকল্পনা থাকলেও তা সম্পূর্ণ হয়নি বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে সমস্যা দেখা দেওয়ার ফলে জমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ না হওয়ায় সমস্ত বাঁধের কাজ এখনও পর্যন্ত শুরু করা যায়নি। কয়েক মাসের মধ্যে আরও ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করার কথা থাকলেও বর্ষার মুখে নতুন করে নদী ভাঙন দেখা দেওয়ায় আতান্তরে পড়েছেন সুন্দরবনের ভাঙন কবলিত এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী পরিবার। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় প্রবল ঢেউয়ে নামখানা ব্লকের নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের ঈশ্বরীপুরের কাছে

সপ্তমুখী ও হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীতে প্রায় ১১০০ মিটার, নান্দাভাঙার কাছে মুড়িগঙ্গা প্রায় হাজার ফুট, দুর্গাপুরের কাছে সপ্তমুখী নদীর প্রায় ৭০০ ফুট বাঁধে ফাটল ও ভাঙন দেখা দিয়েছে। ঈশ্বরীপুরের বাসিন্দা অরবিন্দ জানা, বাসুদেব সিং ও নান্দাভাঙার বাসিন্দা নাড়ু করণরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'প্রতিবছর বর্ষার মরশুম শুরু হলেই আতঙ্কে থাকি। কেননা, বেশি বৃষ্টি হলে গঙ্গার জলস্তর বাড়ে। জলের চাপে ভাঙন শুরু হয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। আয়লার পর থেকে এই সমস্ত এলাকার নতুন করে বাঁধ তৈরি তো দূরের কথা বাঁধের মেরামত পর্যন্ত হয়নি।' ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে অন্যত্র বাস শুরু করেছেন। যারা আছেন, তারা চান, 'এবার অন্তত ভাঙন ঠেকাতে পাকাপাকি সমাধানে উদ্যোগী হোক প্রশাসন।' পাশাপাশি নামখানা পঞ্চায়েতের মৌসুনি দ্বীপ ও ইজারখন্দ এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর বাঁধেও ভাঙন অব্যাহত। অন্যদিকে পাথরপ্রতিমা ব্লকের বনশ্যাম নগর পঞ্চায়েতের চাঁদমারি-কালিবাঙাল খেয়া ঘাটের পাশে গঙ্গাপুরে মৃদঙ্গভাঙা নদীর বিস্তীর্ণ বাঁধে নতুন ফাটল ও ভাঙন দেখা দিয়েছে। ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের ত্রিপাঠির ঘাটের কাছেও নদী বাঁধে ভাঙন অব্যাহত। পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েতের ভগবতপুরের কাছে সপ্তমুখী নদীর বাঁধেও নতুন করে ফাটল দেখা দিয়েছে। পাথরপ্রতিমার বাসিন্দা অলোকেশ দাস ও শক্তিপদ বেরাদের অভিযোগ, '২০০৯ সালে বিধ্বংসী আয়লার পর ঠিক হয় পাথরপ্রতিমা ব্লকের ৪২টি পয়েন্টে নতুন করে নদী বাঁধ তৈরি করা হবে। তারপর চারবছর কেটে গিয়েছে। বর্তমানে ১৪টি পয়েন্টে বাঁধের কাজ চললেও বাকি পয়েন্টগুলোতে এখনও কাজ শুরুই করতে পারেনি প্রশাসন। ফলে বর্ষার শুরু থেকেই বঙ্গোপসাগর ও নদী বাঁধের ওই সমস্ত পয়েন্ট নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। ফলে আমরা আবার প্লাবনের আশঙ্কায় দিন গুনছি। বারে বারে প্রশাসনের কাছে সমুদ্রের পাশাপাশি নদীর পাড়ও কংক্রিটের বোল্ডারে বাঁধানোর আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু আজও কোনও সুরাহা মেলেনি।'

এরপর পাঁচের পাতায়

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সিবিআইয়ের ডাকে ফের হাজির ইমরান। অনেকদিন পর সকালটা হয়ে উঠল সারদাময়। জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয় ইমরানকে। তৃণমূলকে সাংসদের বিরুদ্ধে জঙ্গি সম্পর্ক থেকে আর্থিক কেলেঙ্কারি বিভিন্ন অভিযোগ ক্রমশ সামনে এসে পড়ছে।

রবিবার : আমেরিকার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালির হাতে উঠল বিজয় পতাকা। ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর বাঙালি সহযোগীরা অ্যাসপিরিন নির্ভর ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কারে সফল। মারণ রোগ আটকাতে এই অভিনব গবেষণা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হলে ফের বাঙালির হাত ধরে পৃথিবী এক নতুন গৌরব অর্জন করতে পারবে।

সোমবার : ব্যাপম কান্ডে ফের খুন। মধ্যপ্রদেশে এক বিপর্যয় নেমে এসেছে দুর্নীতির কালো হাতে। তবে এইটুকুই আশা মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ শেষ পর্যন্ত সিবিআই তদন্তে রাজি হয়েছেন। ব্যাপম দুর্নীতি ভারতবর্ষের গরিমার গায়ে কালিলেপন করে দিয়ে গেল।

মঙ্গলবার : কাজের কাজটা সেই করতেই হল সুপ্রিম কোর্টকে। সন্তান শুধু তার পিতৃপরিচয়ে বাঁচবে এমন ভাবনা সমাজকে পিছিয়ে দেয়। আমাদের মানসিকতাও সেই পিছিয়ে পড়ার তালিকায়। পিতা তার দায়িত্বকে না পালন করলে, ছেড়ে চলে গেলে মায়ের ছায়াতেই শিশু বাঁচে। নারীদের এ এক বিরাট পাওনা।

বুধবার : উপাচার্যকেও ফিরিয়ে দিল কুটা। জানিয়ে নিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন চলবে। প্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং-এ ক্রমশ পিছোচ্ছে। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই শিক্ষাঙ্গন কি রাজনীতিমুক্ত হতে পারবে না?

বৃহস্পতিবার : সাত্তোরের পুরনো ঘটনা ফের সাড়া ফেলল রাজনৈতিক মহলে। মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতাকেই দোষী বলায় আরও ঘোরালো হয়েছে পরিস্থিতি। নির্যাতিতা এখন জেলে। সূর্যবাবুরা দেখা করতে চান। অবশেষে অনুমতি মিলেছে।

শুক্রবার : রাতের শহর কলকাতা এখন অনেকটা আমেরিকা-ইউরোপের টেক্সাস কালচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। উশৃঙ্খল ইউরোপীয় আমেরিকান কালচারে শোনা যায় পানশালায় গন্ডগোল। এবার শহরের হরিদেবপুর থানার কবরডাঙার পানশালায় চলল গুলি। কলকাতা এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে?

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নয়া জেলাশাসকের আগমনে থরহরিকম্প জেলাজুড়ে

কুনাল মালিক

সম্প্রতি নদিয়া থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক হয়ে এসেছেন পিবি সেলিম। নদিয়া জেলাকে নির্মল জেলা হিসাবে দেশের মধ্যে শীর্ষে তুলে তিনি ইতিমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমেরিকার কলম্বিয়া থেকে আন্তর্জাতিক পুরস্কারও নিয়ে এসেছেন। পিছিয়ে পড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পিবি সেলিমকে এই জেলায় এনেছেন। জেলার ১০০ দিনের কাজ, ইন্দিরা আবাস যোজনা, নির্মল বাংলা মিশন প্রকল্পের খতিয়ান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত। তাই পিবি সেলিমের মতো দক্ষ প্রশাসককে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নিয়ে এসেছেন। পিবি সেলিম দায়িত্ব নেবার পরই জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েত স্তরে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। জেলা পরিষদের পরিত্যক্ত আবর্জনা সরিয়ে ফেলার তোড়জোর শুরু হয়েছে। শৌচালয়গুলিতে ফিনাইল ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ফ্লোরে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার সরঞ্জাম বসানো হচ্ছে। দেওয়ালের নোংরা পোস্টার তোলার কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে যে খাবার দোকান ছিল, সেখানে যাতে আগুন জ্বালানো না হয়, তার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদে ঢোকার মুখে সিঁড়ির পাশে ড্রাইভাররা তাস খেলত, সে দৃশ্য জেলাশাসকের চোখে দৃষ্টিকটু লাগায়, তাস খেলা বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়, এবং তা কার্যকরীও হয়। প্রতিটি ব্লক অফিসে অর্ডার পাঠানো হয়েছে, পুরনো পরিত্যক্ত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলে পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল করার। গত ৮ জুলাই আলিপুরে জেলাশাসক হিসাবে প্রথম মাসিক ডেভলপমেন্ট মিটিং করেন পিবি সেলিম। জেলার শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিক, মহকুমা শাসক বিডিও এবং কর্মাধ্যক্ষসহ জেলা সভাধিপতি এই মিটিং-এ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে জেলাশাসক সকলের বক্তব্য শোনেন।

তিনি সব আধিকারিকদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ১০০ দিনের কাজ, ইন্দিরা আবাস যোজনা, নির্মল বাংলা মিশন প্রকল্পে গুরুত্ব দিতে হবে। মন দিয়ে জনগণের কাজ করতে হবে। কোনও ফাঁকিবাজি চলবে না। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, জেলার প্রতিটি ইটভাটার মালিকদের জানানো হয়েছে, এখানকার শ্রমিকদের ৫ জন পিছু একটা করে শৌচাগার বানিয়ে দিতে হবে। তা নাহলে ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। জেলা পরিষদের এক কর্মাধ্যক্ষ জানান, জেলাশাসক বলেছেন প্রয়োজনে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় ভোর পাঁচটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত নজরদারী চালাতে হবে। যাতে কেউ খোলা মাঠে মলত্যাগ না করে। প্রতিটি পরিবারকে গিয়ে বোঝাতে হবে শৌচাগার বানানোর জন্য। মানুষ যদি সরকারি দফতরে না আসে সরকারি আমলা ও জনপ্রতিনিধিকেই মানুষের কাছে যেতে হবে। কারণ পিছিয়ে পড়া জেলাকে আগামী দিনে এগিয়ে যেতেই হবে। প্রসঙ্গত ডিএম পিবি সেলিমের কর্মতৎপরতা এবং প্রতিটি সরকারি কাজের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই যে উদ্যোগ ও নজরদারী রয়েছে, তাতে অনেক আমলা ও জনপ্রতিনিধিরা বেশ চাপে পড়েছেন। জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত একটা বার্তা ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে, যে কাজ করতে হবে, ফাঁকিবাজি করা চলবে না।

তোলা না দেওয়ায়

জখম হোটেল মালিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : তোলার টাকা না দেওয়ায় এক হোটেল মালিককে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল এলাকার শাসকদলের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। রবিবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ডায়মন্ড হারবারের চেওড়াতে। গুরুতর জখম হোটেল মালিক আলতাফ হোসেন ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনিও এলাকায় তৃণমূল সমর্থক হিসেবে পরিচিত। তাঁর মুখে, বুকে, পিঠে চোট লেগেছে। আলতাফের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সরিষার চেওড়াতে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই দীর্ঘদিন ধরে চলছে একটি আবাসিক হোটেল কাম রেস্টুরেন্ট। এই চত্বরে রয়েছে বেসরকারি নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসও। এখানকার পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের কেন্দ্র করে মূলত এই হোটেল চলে। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয় ও কিষাণমান্ডির নির্মাণের সময় থেকে এলাকায় তোলাবাজিসহ একাধিক অপরাধমূলক কাজে জড়িত এই সিন্ডিকেটের দলবল। অভিযোগ, বেশ কয়েকমাস আগে থেকে এই হোটেল মালিকের থেকে তিন লক্ষ টাকা তোলা চেয়ে আসছিল সিন্ডিকেট সদস্য জনা, ইয়াসিন, খয়রুলরা। কিন্তু ব্যবসায়ী আলতাফ এই টাকা দিতে রাজি ছিলেন না। রবিবার রাতে হঠাৎ করে

জনা কুড়ি যুবক হোটেলে চলে আসে। মালিক আলতাফ তখন হোটেলে ছিলেন। তাঁর কাছে পুনরায় তিন লক্ষ টাকা চায়। কিন্তু রাজি না হওয়ায় মালিককে হোটেল থেকে টানতে টানতে বাইরের সিন্ডিকেট অফিসে নিয়ে যায়। তারপর এলোপাথাড়ি কিল, চড়, লাথি মারতে থাকে যুবকেরা। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে মারধরের পর আলতাফের এক কর্মী ডায়মন্ড হারবার থানায় ফোন করে পুরো বিষয়টি জানায়। ফোন পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র সিন্ডিকেট অফিসে ধাওয়া করেন। ততক্ষণে যুবকেরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে। পুলিশ জখম আলতাফকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করায়। ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

এক মাস ধরে অর্থোপেডিক বিভাগ বন্ধ বিদ্যাসাগর হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন সরকার গড়ার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পাল্টাতে উদ্যোগী হয়েছেন। নিজে হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে নানা নির্দেশ দিয়েছেন, খোল নলচে বদলাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতাল পড়ে আছে সেই তিমিরেই। বাইরের চেহারার পরিবর্তন হলেও ভিতরে চিকিৎসার শূন্যতা। গত ৫ জুন থেকে অর্থোপেডিক বিভাগ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে ডাক্তারের অভাবে। রোগীরা ফিরে আসছেন প্রতিদিন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে অবসর নেওয়ার পর ডাঃ বিনয় রঞ্জন রায় গত বছর ১২ জুন বিদ্যাসাগর হাসপাতালে যোগ দেন। প্রতিদিন কমবেশি ১৫০ জন অর্থোপেডিক রোগী আসেন এখানে। প্রয়োজন তিনজন ডাক্তার। তবুও একজনেই খুঁড়িয়ে চলছিল। কিন্তু তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় সবেধন নীলমণি ডাক্তার রায় গত ১৩ জুন হাসপাতাল ছাড়েন। আর কোনও ডাক্তার আসেন নি। বিভাগ বন্ধ। যন্ত্রপাতি পড়ে রয়েছে অকেজো হয়ে। জরুরি রোগী এলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রেফার করে দেওয়া হয় বাঙুর হাসপাতালে। এভাবেই চলছে একমাস। অথচ কারোর কোনও হেলদোল নেই।

হাসপাতালের সুপার উত্তম মজুমদার জানালেন অনেক আগেই স্বাস্থ্যভবনে জানানো হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার আসে নি। তাঁর আক্ষেপ সব ডাক্তারই চায় বড় হাসপাতাল। তাই নানা সুবিধার আশায় তারা যোগ দেন মেডিক্যাল কলেজে। ফলে বিদ্যাসাগরের মতো হাসপাতাল পড়ে থাকে শূন্যতায়। স্বাস্থ্যভবন কি ভাবছে, কবে ডাক্তার আসবে, কবে চিকিৎসা শুরু হবে। এসব প্রশ্ন নিয়েই দিন কাটাচ্ছে বৃহত্তর কলকাতার জনবহুল বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতাল।

আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের গুণগত মান নিয়ে মানুষের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর ডোঙাড়িয়ার আর্সেনিক যুক্ত পানীয় জল প্রকল্প থেকে যে জল সরবরাহ হচ্ছে, তার গুণগত মান নিয়ে এলাকার জনগণ ক্ষুব্ধ। জলের রঙ ঘোলা, বোতলে কিছুক্ষণ থাকার পর নিচে বালি জমে যাচ্ছে, স্বাদ অত্যন্ত বিস্বাদ। এই জল আদৌ নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধছে। গত ৭ জুন আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র নীলাদ্রি ভট্টাচার্যের কাছে জলের মান নিয়ে কথা বলেন কমিটির সদস্য বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। জানা যায় প্রকল্পের

আমলা-ঠিকাদার যোগসাজস?

ফিল্টার হাউসে গঙ্গার জলে যে অ্যালাম পরিশুদ্ধ করার মিশ্রণ করা হয়, তার গুণগত মান ঠিক ছিল না। এই বিষয় নিয়ে ভারপ্রাপ্ত কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে বচসাও হয়। তাছাড়া প্রকল্পের অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতির সংস্কার দীর্ঘদিন না হওয়ায় জল পরিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শুক্রবার থেকে জল পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে সরবরাহ হওয়ার কথা।

পরে বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রকল্পের ভিতরে কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তার ব্যাপারে সরকারি আমলারা যতটা তৎপর, পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ততটাই নিষ্ক্রিয়। মানুষের জীবন নিয়ে কিছু সরকারি আমলা এবং কন্ট্রাক্টর ছিনিমিনি খেলছে। আসলে বাম আমলের কিছু অসাধু কন্ট্রাক্টর ও আমলাদের এখনও অসাধু যোগসাজস আছে। তবে বিষয়টা আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি।

বিশ্ব জোড়া পতনেও আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে

গ্রিস সঙ্কটকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে সদর্পে এগোচ্ছে ভারতের বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

কিভাবে যে কি হল তা মাথায় ঢুকছে না অনেক পণ্ডিতের। বিশেষ করে যারা বাজারের নেতিবাচক দিক নিয়ে হাজারো উপমা ভরা বাক্য ব্যয় করেছিলেন তাদের অবস্থা একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যখন পুরো ভারতীয় বাজার জুড়ে শোনা যাচ্ছিল তীব্র পতনের গল্প তখন কোন এক মন্ত্রবলে বেড়ে চলেছে ভারতীয় সূচক। দীর্ঘ প্রায় তিন–চার মাস নিফটি রগড়েছে এই আট হাজারের ঘরে। ভাঙলেও মচকাবো না এই পণ নিয়ে বারংবার অক্ষত থেকে গিয়েছিল আট হাজারের ঘর। এমতাবস্থায় ভাবাই যায়নি বাজারটা হঠাৎ ম্যাজিকের মতো ঘুরে যাবে। কারণ ৮ হাজার ভাঙার পর নিফটির তলদেশ কতটা নিচে হতে পারে তা নিয়েই বিশেষজ্ঞরা সব গল্প মারছিলেন। এমনকি সাত হাজার ভেঙে যাওয়ার কথা পর্যন্ত পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। যা ধরা হচ্ছিল নিফটির বেস লেবেল হিসেবে। সেখানে মাত্র দুদিনের মধ্যে ভারতীয় বাজারের এভাবে ঘুরে যাওয়া অন্তত এখনও পর্যন্ত আশ্চর্য করছে লগ্নিকারীদের। আগে যে বিদেশিরা ক্রমাগত বিক্রি করে চলেছিলেন তারাই এখন ক্রেতার ভূমিকায়। যা ভারতের বাজারের পক্ষে সুলক্ষণ তো বটেই। তবে খুব বেশি হারে এই বিদেশি এফআইআইরা কিনছে না এটাই দুঃখের। আশা করা যায় আগামী দিনে তারা ভালো পরিমাণে কিনতে শুরু করবেন। এর মাঝে দেশী লগ্নিকারী বা ডিআইআইরা তাদের শেয়ার বেচতে শুরু করেছেন। যাইহোক গ্রিসের গণভোটের রায়ে যখন গোটা দুনিয়ার শেয়ার বাজার কুপোকাৎ সেই সোমবার দিনটি ৬ জুলাই ভারতের নিফটি–সেনসেক্স বেড়েছে দারুণভাবে। এটা কার্যত উলটপুরাণ হয়ে দাঁড়াল। মাঝে ভারতের বাজার যখন বেশ পড়ে গিয়েছিল তখন চিনের বাজারে বেশ একটা হাওয়া লেগেছিল, যাতে সাংহাই ইনডেক্স ওপরে উঠছিল। এখন গ্রিসের সঙ্কটে চিন ব্যাপকভাবে পড়া সত্ত্বেও ভারতের বাজার বাড়ল চমৎকারভাবে।

ভারতের বাজার থেকে এপ্রিল–এর মাঝবর্তী সময় থেকে জুন এর দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত টাকা তুলে হয়তো বিদেশিরা বিনিয়োগ করেছিল চিনে। এখন তা আবার ফিরে আসছে দেশে। তাতেও সমাধানসূত্র মিলছে না পুরোপুরি। সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে বিদেশিরা একবার বেচুবাবু হয়ে উঠলে বাজারের শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। সেই নেতিবাচক অবস্থা যখন হচ্ছে না তখন নিশ্চয়ই এমন কোনও উপাদান রয়েছে যার ফলে ভারতের বাজার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এখন সপ্তাহের প্রথম দিনেই বুলদের মুখে বেশ হাসিহাসি ভাব। বেয়ারদের আধিপত্য বা নেতিবাচক সব ব্যাপার স্যাপার বাজার থেকে আপাতত উধাও। সামনে ভরপুর তেজিয়ান

অর্থনীতি

বাজার। এটা হতে পারে আপাতত কয়েকটা দিন বাজার এই উর্দ্ধমুখী প্রবণতা ধরে রেখে আরও কিছুটা ওপরে উঠল। সেক্ষেত্রে নিফটি ৮৮০০–৮৮৫০ এর কাছেপিঠে পৌঁছাতে পারে। এর ওপর যাওয়ার মতো জ্বালানী এই মুহূর্তে বাজারের সংগ্রহে নেই বলেই মনে হচ্ছে। হতে পারে ওই জায়গায় পৌঁছানোর পর থেকে আরও জোরকদমে বেচতে শুরু করল বিদেশি লগ্নিকারী বা এফআইআইরা। এতদিন পর্যন্ত আট হাজারের সাপোর্ট বাজার নিলেও এটা তো ঠিক যে ৮০০০ ছিল সাইকোলজিক্যাল বা মনস্তাত্ত্বিক সাপোর্ট। হতে পারে সাত হাজার আট–শোর কাছেই লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় অর্থ বাজারের আসল প্রাণভোমরা। ওখান থেকেই । কামব্যাক করল বাজার। প্রমাণ করে দেবে ভারতের বুল রানের যে গল্প তা অব্যাহতই আছে। মাঝে কিছুদিনের মন্দা দেখা দিয়েছিল বার্ষিক ফলাফলের নিম্নগামিতা, অপর্যাপ্ত বর্ষার পূর্বাভাষ ইত্যাদি কারণে। আসতে আসতে সেই সমস্যা মেটার সম্ভাবনা তৈরি হওয়াতে বাজার আবার দম ফিরে পেয়েছে।

বর্ষা নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বা বৃষ্টি কম হওয়ার ভবিষ্যতবাণী তা নতুন নয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন, এল নিনোর উপস্থিতি, বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো জটিল কারণের দ্বারা অনেকবার রুদ্ধ হয়েছে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিধি। পরে অনেকসময়ই দেখা গিয়েছে বৃষ্টির প্রাবল্য এসে এই আপাত সঙ্কট দূর করেছে। এবারেও মাঝপথে বর্ষা এভাবেই চালিয়ে খেলে বৃষ্টির অপ্রতুলতা দূর করবে এই সম্ভাবনা প্রবল। । গত সপ্তাহ বা এর মধ্যে বহুবার এমন হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার অনেকটা বেড়ে ব্যাপক আশা সঞ্চার করেও পতনের সুরঙ্গপথে তলিয়ে গিয়েছে। ফলে আবেগের ঘনঘটায় না ভেসে সাবধানতা আবশ্যক। না হলে সেই ক্ষতি আর ক্ষতিপূরণের পুরনো গল্প।

মানে শেয়ার কেনা না দুমদাম বেচে দেওয়া কোনটা ভারতের বাজারের থিম সঙ হবে তা নিয়ে বেধে গিয়েছে ধুন্ধুমার যুদ্ধ। আসলে এমন কিছু আশ্চর্য প্রদীপ বর্তমান নরেন্দ্র মোদির সরকার আমদানি করতে পারেনি এখনও পর্যন্ত যার ওপর নির্ভর করে লাগাতার বাড়তে পারে সেনসেক্স। হঠাৎ করেই বাজার আবার দিনের সর্বনিম্ন জায়গার কাছে এসেও ঘুরে যায়। এমন ঘটনা আকছার ঘটছে। তবে এমন কিছু ভালো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি যাতে মনে হয় সব ঠিক হো গয়া। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ বলছেন এই বাজারকে অন্তত পক্ষে ৮৬০০–র ওপরে গিয়ে থিতু হতে হবে। না হলে কপালে আবারও দুঃখ আসতে পারে। এখানে একটা জিনিস দেখা খুব জরুরি। টেকনিক্যাল পরিভাষা মেনে যে বা যারা কাজ করেন তাদের কাছে ইতিবাচক কিছু উপাদানও জুটে গিয়েছে। এই যেমন বাজার সেই আট হাজার টেস্ট করার অব্যাবহিত পর থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে নিফটি আগের দিনে যে লো বা নিচু অবস্থান করছে পরের দিন তা তো ভাঙছেই না বরং কিছুটা ওপরেও থেকে যাচ্ছে। ওপর দিকে ওঠার ক্ষেত্রেও নয়া নয়া উচ্চতার তলাশ চালাচ্ছে বাজার। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা বাজারের পক্ষে ভালো। মনে করা যেতেই পারে ভারতীয় নিফটি আট হাজারের ঘরে মোক্ষম সাপোর্ট নিয়ে বসে আছে। আবার এও হতে পারে গত জুন মাসের শেষে নিফটি–সেনসেক্স যেভাবে ওপরে বন্ধ দিয়েছে তাতে জুলাই–আগস্ট, মায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাজার ভালো থাকতে পারে।

বাজার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এই ধরণের পরিস্থিতিতে ট্রেডাররা বটম ফিশিং করে থাকেন। ঘোলা জলে মাছ ধরা বা নিম্নতল ভেবে মৎস শিকার করতে যাওয়া শেয়ার বাজারের নিরিখে খুব খারাপ অভ্যেস। কারণ এই বাজার হল সমুদ্রের মতো। এর কোনটা যে অবতল আর কোনটা উচ্চতল তা বোঝা বেশ দুষ্কর। এটা ঠিক সামনে ভালো কোম্পানির শেয়ার কম দামে দেখলে হবে না নিজস্ব বুদ্ধি এবং বিবেক কি বলছে তার ওপর। শেয়ার বাজারে যেমন লাভ করা সম্ভব তেমন আবার কঠিন পরিস্থিতিতে এই বাজার সবসময় আপনার সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার নাও করতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপরীতধর্মী পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তাতেই হয়তো লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ওর কথায় ট্রেড করতে যাওয়া একদমকেনার জন্য হাত নিশপিশ করতে থাকে। এখানেই একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভুল ট্রেডের দ্বারা আপনার পুঁজি অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সম্পদ বা শেয়ার সুরক্ষিত রাখতে এই সময়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ভালো কাজ দেয়। একইভাবে তার সঙ্গে যোগ করতেউচিত নয়। যার জন্য আপনার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাজার যখন পড়ে তখন অপেক্ষা করা যেমন শ্রেয় তেমনই আবার প্রতিটি উত্থানে বিক্রি করাটাও অভ্যেসে পরিণত করতে হবে। কারণ নিচ থেকে যে শেয়ার কেনা হয়েছে তাতে একটা ভালো শতাংশ লাভ পেলে তা অতি–অবশ্যই নিয়ে নেওয়া উচিত। বলাইবাহুল্য এই কথা প্রযোজ্য যারা রোজকার লগ্নিকারী। যারা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ভালো শেয়ার কিনেছেন তারা অপেক্ষা করতেই পারেন। আগামী বছর তিন–চারেক বাজার ভালো গতিতেই এগোবার কথা। গ্রিসের সঙ্কটেও ভারতের বাজার যেভাবে নিজের উচ্চতা ধরে রেখেছে তা অত্যন্ত আশাপ্রদ। এইরকম অবস্থায় সারা বিশ্বের যত শেয়ার ব্যাপারী রয়েছেন তাদের কাছে সবথেকে সেরা জায়গা ভারতই। ফলে ধৈর্য ধরে ট্রেড বা বেচাকেনা করলে সাফল্য আসতে বাধ্য।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ জুলাই – ১৭ জুলাই, ২০১৫

মেষ : নতুন বন্ধু লাভ, গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনেরমত ফল পাবেন না। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। কর্মে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

বৃষ : বিবিধ সমস্যা এলেও নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মিথুন : শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সাবধান থাকবেন। ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন ।কর্মস্থলে সতর্ক থাকতে হবে। পড়াশুনায় মান বসতে চাইবে না। সাবধানে চলবেন।

কর্কট : শিক্ষায় শুভফল পাবেন। মনের জোরে এগিয়ে চলুন, কর্মস্থলে সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে খুব বুঝে হাত দেবেন। বিবাহযোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে।

সিংহ : আপনার চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী, কিন্তু খনও অনেক বাধা অতিক্রম করে তবে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত মন পাওয়া যাবে না। কর্মে শুভযোগ।

কন্যা : আপনাকে ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব অতি সতর্কে অগ্রসর হবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুতা করার চেষ্টা করলেও কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সঞ্চয়ে বাধা, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যয়াধিক্য।

তুলা : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে জানাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অর্থ লাভের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সময়টি এখন কিছুটা ভাল যাবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে যাবেন না। শিক্ষায় বাধার মধ্যেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

ধনু : অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যাবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বহু কাঠ–খড় পুড়িয়ে তবে অর্থ রোজগার করতে হবে। শত্রুরা প্রবল ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সতর্ক থাকবেন। ব্যয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ দেখা যাচ্ছে না।

মকর : শত বাধা এলেও আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। নূতন বন্ধু লাভ ও গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সতর্কে না চললে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ।

মীন : ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধা আসবে আর্থিক বিষয়ে তেমনি শুভ ফল পাবেন না। সুনাম ও ক্ষতির যোগ রয়েছে। শারীরিক বিষয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এক হাজার ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার

হাজার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে ভারত সরকারের সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, ভারতীয় ডাকবিভাগ, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনে। নিয়োগ হবে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং অ্যান্ড কনট্র্যাক্ট শাখায়। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিধারীরা আবেদনের যোগ্য। একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন, ২০১৫'র মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। লিখিত পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র (সেন্টার কোড ৪৪১০) আছে।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন ৬ ডিসেম্বর

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে : স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাও গ্রাহ্য হবে।

ভারতীয় ডাকবিভাগের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা বা সমতুল।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) পদের ক্ষেত্রে : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি। অথবা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড থেকে ৩ বছরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা এবং সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত প্ল্যানিং, এক্সিকিউশন ও মেন্টেন্যান্সের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি। অথবা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড থেকে ৩ বছরের ইলেক্ট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা এবং সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত প্ল্যানিং, এক্সিকিউশন ও মেটেন্যান্সের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট) পদের ক্ষেত্রে। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা বা সমতুল। অথবা ইনস্টিটিউট অব সার্ভেয়র্স (ইন্ডিয়া) থেকে বিল্ডিং অ্যান্ড কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং সাব–ডিভিশনাল টু–এর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ।

সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও মেকানিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

বয়স : সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) ও সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও মেকানিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে ৩২ বছরের মধ্যে। ভারতীয় ডাকবিভাগে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) এবং মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট) পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের মধ্যে।

সবক্ষেত্রেই বয়স হিসেব করবেন ১–৮–২০১৫ তারিখে। বয়সসীমায় তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। শূন্যপদ সংরক্ষণের সুবিধা না পেলেও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : সবক্ষেত্রেই ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। নিয়োগ হবে গ্রুপ ডি নন–গেজেটেড পদে।

প্রার্থী বাছাই হবে ৫০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ও ১০০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা (কোড নম্বর ৪৪১০)।

দু'টি পত্রের লিখিত পরীক্ষার প্রথম পত্রে থাকবে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস এবং ১০০ নম্বরের ইঞ্জিনিয়ারিং–সংক্রান্ত বিষয়ের তিনটি পার্টের প্রশ্ন। প্রথম পার্টে থাকবে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল) বিষয়ে প্রশ্ন। দ্বিতীয় পার্টে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট্রিক্যাল) এবং তৃতীয় পার্টে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত বিষয় তিনটি পার্টের মধ্যে যে কোনও একটি পার্টের উত্তর দিতে হবে। এই পেপারে সব প্রশ্নই হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। সময় ২ ঘন্টা। দ্বিতীয় পত্রে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩০০ নম্বরের কনভেনশনাল প্রশ্ন হবে। সময় ২ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬ ডিসেম্বর। পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬ ডিসেম্বর। পরীক্ষা নেওয়া হবে একই দিনে। ইন্টারভিউ ১০০ নম্বরে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://www.ss-conline.nic.in বা http://ssconline2.gov.in মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় (পার্ট–টু রেজিস্ট্রেশন) প্রার্থীর স্ক্যান করার পর পাসপোর্ট মাপের ফটো (জেপিজি ফরম্যাটে ৪–১২ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (জেপিজি ফরম্যাটে ১–১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অনলাইন দরখাস্তের দুটি অংশ। প্রথমাংশ পুরণ করার পরে সাবমিট করা যাবে ৭ আগস্ট বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

প্রথমাংশের দরখাস্ত সাবমিট করার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি টুকে রাখবেন বা রেজিস্ট্রেশন নম্বরের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রথমাংশ রেজিস্ট্রেশন এখানেই শেষ। রেজিস্ট্রেশনের দ্বিতীয়াংশ ফি জমা দিতে হবে। ফি বাবদ ১০০ টাকা জমা দিতে হবে। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। এসবিআই চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জমা দিতে হবে। অথবা এসবিআই নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাতেও ফি জমা দেওয়া হবে। ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ট্রানজ্যাকশন আই ডি পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়াংশের দরখাস্ত সাবমিট করা যাবে ১০ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশন কোড, সাবজেক্ট কোড এবং ক্যাটেগরি কোড পাবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশনের এই ওয়েবসাইটে : http://ssc.nic.in.

বিমা সংস্থায় ৭৫০ চাকরি

৭৫০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে ইউনাসটেড ইন্ডিয়া ইনশিওরেন্স কোম্পানি। নিয়োগ হবে দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। যেস্থানের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে। তাই এখানে বাংলা ও হিন্দিভাষী রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট ১৬৭টি শূন্যপদের বিশদবিবরণ দেওয়া হল। প্রথমে ৬মাসের প্রবেশন।

কাজের খবর

পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিন্যাস : পশ্চিমবঙ্গ : শূন্যপদ ২৬টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ১ ওবিসি ৬)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। আন্দামান ও নিকোবর : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী)। ত্রিপুরা : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী)। বিহার : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৬টি,তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩) এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। ছত্তিশগড় : শূন্যপদ ১৫টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৫)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। নয়াদিল্লি : শূন্যপদ ৩০টি (সাধারণ ১৫, তফশিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। হিমাচল প্রদেশ : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী)। ঝাড়খন্ড : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। মধ্যপ্রদেশ : শূন্যপদ ২৯টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তরপ্রদেশ : শূন্যপদ ৪১টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৯, ওবিসি ১১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী দের জন্য, ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৈহিক–প্রতিবন্ধ–প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। উত্তরাখন্ড : শূন্যপদ ৮টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক ও সমতুল। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেই চলবে। অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আন্দামান ও নিকোবরের শূন্যপদের ক্ষেত্রে বাংলা এবং বাকি রাজ্যের শূন্যপদের ক্ষেত্রে হিন্দি জানা বাধ্যতামূলক।

বয়স ৩০–৬–২০১৫ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,৬৪০–২১,০৫০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন এক্সামিনেশন, ইন্টারভিউ ও কম্পিউটার এফিসিয়েন্সি টেস্টের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৩০ আগস্ট। প্রার্থী যে রাজ্যের শূন্যপদে আবেদন করবেন তাঁকে সেই রাজ্যের পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা/বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, শিলিগুড়ি ও ডোমকল। পরীক্ষায় থাকবে রিজনিং (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), জেনারেল নলেজ (৫০ নম্বর), কম্পিউটার নলেজ (৫০ নম্বর)। প্রত্যেক বিষয়ে ৪০টি করে প্রশ্ন, অর্থাৎ মোট প্রশ্ন সংখ্যা ২০০। সময়সীমা ২ ঘন্টা। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া প্রতিটি অংশের প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.uiic.co.in যে কোনও একটি রাজ্যের জন্য দরখাস্ত করা যাবে। প্রার্থীর চালু ই মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেলের ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (১৪০×৬০ পিক্সেলের ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৪৫০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭৫ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রূপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইলের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

কললেটার ডাউনলোড করা যাবে ২০ আগস্ট উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

স্কুল সার্ভিসের টেট পরীক্ষা

স্কুল সার্ভিসের টেট পরীক্ষায় আকাডেমিক স্কোরে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কত নম্বর বরাদ্দ আছে, এ বছর পার্সোন্যালিটি টেস্টেই বা কত নম্বর থাকবে। শিক্ষকতার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আকাডেমিক স্কোরে বরাদ্দ নম্বর ২০। ৬০ শতাংশ বা তার বেশি পেলে ২০ এবং ৬০ শতাংশের কম পেলে ১০ নম্বর পাওয়া যাবে। পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য বরাদ্দ নম্বর ২০। এর মধ্যে ভাইভা ভোসির জন্য ১০, ডেমনস্ট্রেশনের জন্য ৫ এবং কমিউনিকেশন স্কিলের জন্য ৫ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে।

স্কুল সার্ভিসের টেট পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কত নম্বর থাকবে কটি করে প্রশ্ন থাকবে। এবারের স্কুল সার্ভিসের টেট পরীক্ষায় মোট নম্বর ১৫০। সময় দেড়ঘন্টা। অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। (১) শিশুর বিকাশ ও শিক্ষণতত্ত্ব বিষয়ে ৩০টি প্রশ্ন হবে (নম্বর ৩০) (২) ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান–এ থাকবে ৩০টি প্রশ্ন (নম্বর ৩০) (৩) ল্যাঙ্গুয়েজ টু–এ থাকবে ৩০টি প্রশ্ন (নম্বর ৩০) (৪) (ক) গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ের ৬০টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে (নম্বর ৬০) (খ) সোশ্যাল স্টাডিজ বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সোশ্যাল স্টাডিজ বিষয়ে ৬০টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে (নম্বর ৬০) (গ) অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ১, ২ এবং ৩–এর সঙ্গে ৪–এর 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে ৬০টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে (নম্বর ৬০)। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। নেগেটিভ মার্কিং নেই।

দেহ উদ্ধার আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার সকালে ক্যানিং মাতলা–১ বাজার এলাকায় ঝুলন্ত অবস্থায় অশেষ শা (২৮) নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পাওয়া গিয়েছে সুইসাইড নোট। অশেষের দাদা বিকাশ শা'র অভিযোগ এর পিছনে প্রতিবেশি একটি মেয়ে দায়ী। যার সঙ্গে ভালবাসা ছিল অশেষের। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত নন্দিতা গায়েনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ময়না তদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে।

কুলপিতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমার মাননীয় মহকুমা শাসক শান্তনু বসু, কুলপির মাননীয় বিডিও সেবানন্দ পন্ডা, কুলপি থানার ওসি পার্থসারথি ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রদ্যুত কুমার মন্ডল সহ প্রায় ৮৫ জন রক্তদাতা। রক্তদাতাদের দান করা রক্ত 'ডায়মন্ড হারবার জেলা হসপিটাল ব্লাড ব্যাঙ্ক'এ সংরক্ষিত হবে।

অ্যাসিডে জখম ২ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মঙ্গলবার বাসন্তীর ভাঙনখালি গ্রামে এক ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গে ঝগড়া করে তার সন্তানদের উপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারলে জখম হয় রফি মোল্লা, লাকি মোল্লা। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এরা চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নাইম মোল্লার সঙ্গে তার স্ত্রীর বেশ কিছু দিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। এদিন তা চরমে ওঠে এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজ চলছে।

কাকদ্বীপ বারের সভাপতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হল কাকদ্বীপ কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্লোলকুমার দাসের। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তাঁর অকাল প্রয়াণ হল। তাঁর মৃত্যুতে কাকদ্বীপ ও ডায়মন্ড হারবার আদালতের কাজকর্ম বন্ধ রাখেন আইনজীবীরা। লিভারের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।পরে অস্ত্রোপচার হয়। তারপর থেকেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর আইনজীবী স্ত্রী মৌসুমী ও এক কন্যাকে রেখে গেলেন।

দুর্ঘটনার স্বর্গরাজ্য বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোড

ছবি : অরুন লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ মাসে বেহালায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫৩ জন মানুষ। যার সর্বশেষ বলি শীলপাড়ায় বাসের ধাক্কায় প্রাণ দেওয়া শান্তনু সেন। তার এক সপ্তাহ আগেই মায়ের কোল খালি করে ট্যাক্সির ধাক্কায় চলে গেল ন্যাশনাল জেমসের ছাত্রী সাড়ে তিন বছরের শুভশ্রী দাস। এই প্রতিবেদন বেরোবার মধ্যে হয়ত সংখ্যাটা কিছুটা বেড়ে যাবে।

প্রত্যেকটি ঘটনার চিত্র এক। পথ দুর্ঘটনা, বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ, পুলিশের প্রতিশ্রুতি, ফের দুর্ঘটনা। সব ক্ষেত্রেই দায়ী করা হয় মেট্রোর কাজ। উন্নত শহরের তকমা পেতে এর উপর চলছে ভুগর্ভস্থ ড্রেনের কাজ। শ্লোগান 'টুডেস পেইন, টুমরোস গেইন'। কিন্তু এই 'পেইন' যাদের পরিবারে শূন্যতা নিয়ে আসছে তাদের কি হবে? এই প্রশ্ন তো দূরে থাক। বেহালার রাস্তা কে সারাবে তাই নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব কেন্দ্র ও রাজ্যে। কিন্তু ফুটপাত দখল করে ব্যবসা কে সরাবে তা নিয়ে সকলের মুখে কুলুপ। রাজনৈতিক নেতারা ভাবেন এই বিপুল হকারদের চটালে ভোট চলে যাবে। ব্যবসায়ী সংগঠকরা ভাবেন এরাই তাদের বাহুবল। অর্থাৎ ফুটপাত দখল এখন বেহালায় বৈধ। এবার রাস্তার ধারে অবৈধ পার্কিং। এটাও চলবে। এমনকি 'নো পার্কিং' বোর্ড লাগানো থাকলেও চলবে। কারণ সেখানেও যারা তোলা তোলে তাদের সংখ্যাও কম নয়। খেয়ে পড়ে তাদেরও তো বাঁচার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ বেহালার রাস্তার দুধারে অবৈধ পার্কিং চলবে। এবার প্রশ্ন, তবে কি মানুষ গাড়ির রাস্তায় হাঁটবে?

এবার সকলেই চুপ। কোনও উত্তর নেই। কারণ সাধারণ মানুষ তো আর হকার বা পার্কিং ম্যানদের মতো সংগঠিত নয়। তাদের হয়ে লড়বে কে? লড়ার কথা সরকারের। সরকার চালায় দল। আর দল চালায় হকার–পার্কিং ম্যান–ব্যবসাদাররাই। ফলে চুপচাপ প্রাণ দেওয়া ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই বেহালাবাসীর। তাই তো কয়েকদিন আগে পরিবহন সচিব, আধিকারিক ও পুলিশ কর্তাদের বৈঠকে উঠলই না দুর্ঘটনা প্রসঙ্গ। কথায় আছে মানুষ মরণশীল। বেহালাবাসী এই সত্য এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

সভাধিপতির গাড়ি যায় না তাই রাস্তাও হয় না

বাপন মন্ডল ● আমতলা

মৌখালির মোড় থেকে বাগিরহাট পোল পর্যন্ত পিএল দেউটি রোডটিতে প্রায় দশ হাজার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র পথটি সংস্কারের অভাবে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো বিপদ এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রশাসন নির্বিকার।

আমতলার বাইপাস নামে পরিচিত ৪ কিলোমিটার বিস্তৃত রাস্তাটি ২০০৮ সালে তৈরি হওয়ার পরে আজ পর্যন্ত একবারও সংস্কার করা হয়নি। এই রাস্তা দিয়েই কেজি স্কুল, প্রাইমারি স্কুল ও হাইস্কুল এবং একটি কলেজের প্রায় ৬০০ ছাত্রছাত্রীর যাতায়াত। এছাড়াও এই রাস্তাতেই একটি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। স্কুল গাড়ি, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের গাড়ি এবং আমতলায় যানজট হলে তখন বাইপাস হিসেবে এই রাস্তা দিয়েই কলকাতাগামী ও বড় কাছারি যাওয়ার গাড়িগুলি যায়। দেড় বছর ধরে রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে আছে তার ওপর জলনিকাশি ব্যবস্থা ভাল না থাকায় বর্ষাকালে গর্তগুলিতে জল জমে যায়। ফলে দুর্ঘটনার ভয়ে সবসময় আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামবাসী। পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানও ব্যাপারটা নিয়ে ক্ষিপ্ত। প্রশাসনের ছোট কর্তা ব্যক্তি থেকে শুরু করে বড় কাউকেই লিখিত আবেদন দিতে বাদ রাখেননি এলাকাবাসী তথা প্রধান। জেলাপরিষদের সভাপতি, সভাধিপতি থেকে শুরু করে ডিএম সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধায়ক তথা রাজ্যসভার ডেপুটি স্পিকার সোনালি গুহ সবাইকেই প্রায় ১৫০০ জনের মাস পিটিশন দেওয়া হলেও সব জেনে প্রশাসন নির্বিকার। প্রশাসনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে অবলম্বন করে আশার আলোর দিন গুনছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় প্রধান গ্রামবাসি ভক্তহরি রায় জানান, ''প্রায় একবছর ধরে আমি আবেদন পত্র নিয়ে এই অফিস থেকে ওই অফিস ঘুরছি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে গেলে উনি একবার বলেন এটা পিডব্লুডি–এর অধীনে চলে গিয়েছে। আরও বলেন ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছে, রাস্তা মাপামাপি হয়ে গিয়েছে, শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। আমি বললাম, কবে হবে? বললেন, তা জানি না।'' আবার গ্রামবাসীদের এক অংশের অভিযোগ রাস্তা ভাল থাকায় জেলা পরিষদের সভাধিপতি এই রাস্তা দিয়ে যেতেন কিন্তু এখন উনি যান না তাই রাস্তাটাও সারানো হয় না। সভাধিপতি সামিমা শেখ–এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তিনি পরে কথা বলবেন বললেও পরে বহুবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তিনি যোগাযোগ করেননি। তবে যাইহোক রাস্তাটি হলে বহু মানুষ আশার আলো নিয়ে বাঁচতে পারবেন।

গোপনে চলছে জঙ্গল সাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাকৃতিক অভিশাপের মুখে পড়েছে পরিবেশ। ভাঙছে নদীবাঁধ, ভাসছে সুন্দরবনের মানুষ। পাশাপাশি অসাধু লোভী মানুষের ষড়যন্ত্রে গোপনে চলছে সুন্দরবনের গাছ কাটা। এমনই এক ঘটনা ধরা পড়ল ফ্রেজারগঞ্জের বকখালির জঙ্গলে। বনদফতরের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও গোপনে গাছের পাতা কুড়ানোর নাম করে বনের গাছ একে একে কেটে নিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় কিছু অসাধু মানুষ। রাতারাতি বাজারে চালান করে দেওয়া হচ্ছে সেই কাঠ। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন অনেক সময় গাছ কাটতে এসে বনকর্মীদের হাতে ধরাও পড়েছে। কিন্তু গাছকাটার সামগ্রী কুড়ুল, কাটারি ছাড়িয়ে রেখে তাদের কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি বনকর্মীরা যদি এই বিষয়ে তৎপর না হয় তাহলে গাছ কাটা বন্ধ হবে না। পোচার অর্থাৎ চোরাশিকারিরা যেমন বন্যপ্রাণী হত্যা করছে তেমনই ভয়ঙ্কর এই গাছ লুটেরারা যারা নিজেদের স্বার্থে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করার পণ করেছে।

মগরাহাটের আমড়াতলায় শুরু হতে চলেছে সংখ্যালঘু হাসপাতাল

শিলান্যাস অনুষ্ঠানের এক বিশেষ মুহূর্ত

সৈকত ঘোষ : স্বাস্থ্য সচেতনতায় পিছিয়ে পড়া মানুষকে সঠিক চিকিৎসা করার জন্য 'হাই থট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে'র সম্পাদক ডাঃ মেহেবুব রহমান মগরাহাটের আমড়াতলায় নির্মাণ করতে চলেছেন একটি 'জেডএম সংখ্যালঘু হসপিটাল' নামে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। এই মহতী কাজে সর্বদা সঙ্গে পেয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি সাজাহান বিশ্বাসকে।

আরাফাত আলি গাজি মহাশয়ের দান করা তিন বিঘা জায়গার উপর আপাতত গড়ে উঠবে হসপিটালটি। তবে পরবর্তী কালে হাসপাতালটি প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জুড়ে নির্মাণ হবে। গত ১৪ জুন আমড়াতলায় ওই হাসপাতালের শিলান্যাস করেন মগরাহাটের বিধায়ক নমিতা সাহা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, এসএসকেএম–এর সুপার সহ বহু বিশিষ্ট মানুষজন।

এই হাসপাতালটিতে আউটডোর ও ইনডোর দুটি ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চালু হবে। শল্যচিকিৎসা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা এমনকি ওষুধও পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আপাতত কুড়িটি শয্যাবিশিষ্ট ইনডোর ব্যবস্থা চালু করবে হাসপাতাল কমিটি। চিকিৎসা করবেন রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের বহু স্বনামধন্য চিকিৎসকরা।

আগামী ২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'জেডএম সংখ্যালঘু হসপিটাল'–এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সারা বাংলার বিদগ্ধ গুণীজন ও সকল স্তরের মানুষ।

সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বলেন—''এলাকায় এইরকম একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হলে শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনই নয় স্থানীয় এলাকা তথা জেলার মানুষজনের সবার সুবিধাই হবে। এইরকম একটি কর্মকান্ডের জন্য ডাঃ মেহেবুব রহমানকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই।

মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের সম্মানীয়া বিধায়ক নমিতা সাহা বলেন, ''এদিকে ভাল হাসপাতালের সত্যিই অভাব। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হলে নিশ্চিত রূপে উপকৃত হবেন এলাকার আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা।''

যুব তৃণমূলের সমাবেশ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে দলকে মজবুত করতে ও ২১ জুলাই ধর্মতলার জমায়েতকে সফল করতে গত ৬ জুলাই বারাসতের মাঠে বিশাল সমাবেশের আহ্বান করেছিলেন তৃণমূল নেতা ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, বকখালি ও সাগর উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট শক্তিপদ মন্ডল, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক নির্মল মন্ডল, জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা নস্কর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাধিপতি সামিমা শেখ ও সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তিপদ চৌধুরি, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, কলকাতার মেয়র এবং শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শহিদ দিবসে জেলা থেকে বেশি মানুষকে জমায়েতে সামিল করতে যুব সম্প্রদায়কে দায়িত্ব দিলেন অভিষেক। তিনি বলেন আমি খুশি আজকের মাঠ ভর্তি মানুষকে দেখে

কারণ এর আগে আমি জনসভা করেছি ক্যানিং–এর জীবনতলায় কিন্তু এতো মানুষ হয়নি। এদিন অভিষেক সহ শোভন চট্টোপাধ্যায় ও পার্থবাবুরা মনে করিয়ে দেন ঐতিহাসিক ২১ জুলাইয়ের কথা। সে কথা আমরা ভুলতে পারিনি। অভিষেক বলেন সিপিএম বহু অত্যাচার করেছে। আমরা জিতে আসার পর ভেবে ছিলো আমরা বদলা নেবো কিন্তু আমাদের নেত্রী তা হতে দেন নি। আমরা গ্রাম ছাড়া করিনি কারণ আমরা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের শিক্ষায় শিক্ষিত। যার জন্য রাজ্যের ৯ কোটি মানুষ পরপর আমাদের নির্বাচনে জয়ী করেছেন। ইস্তাহারে যে প্রতিশ্রুতির কথা লেখা আছে আমরা তার প্রত্যেকটি পালন করেছি। যদি কোনো কিছু বাদ যায় তাহলে বিরোধীরা বলুক আমরা করে দিচ্ছি। কিন্তু কাজের কাজ না করে কুৎসা রটাবে সেটা হতে দেবো না। ব্যঙ্গ করে অভিষেক বলেন বিমান ঘোরে আকাশে, সূর্য থাকে আকাশে। কোনও দিন নিচে নেমে মাঠে এসে দেখেনি উন্নয়নের কাজ কি ভাবে ছুটে চলেছে। সভায় ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ ফুল দিয়ে মেয়রকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। পরের দিনই ছিল শোভন বাবুর জন্মদিন।

মহানগরে

জল সরবরাহে ১৪১ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুদীর্ঘ ১৪১ বছর যাবৎ কলকাতা মহানগরীর নগরবাসীরা পুরসভা কর্তৃক সরবরাহ করা পরিস্রুত জল পানীয় ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে চলেছে। ব্রিটিশ আমলে ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের সময়কালে উত্তর কলকাতা টালা স্থিত মাটি থেকে বহু উঁচুতে ধাতব পদার্থ দ্বারা নির্মিত রিজার্ভার থেকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই কলকাতা পুরসভা কর্তৃক কলকাতাবাসীর জন্য পরিশ্রুত জল সরবরাহের কাজ শুরু হয়। দায়িত্বে পুরসভার পরিস্রুত জল সরবরাহ দফতর। কলকাতা পুরসভা এবং বিধাননগর পুরসভায় বিশ্বব্যাঙ্কের চাপ থাকা সত্ত্বেও জলকর বসাতে দেয়নি রাজ্য সরকার। এই ঘটনাও সুদীর্ঘ পথে আলোচ্য হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে

ম্যালেরিয়া ঠেকাতে, জলজ প্রাণী বাঁচাতে জাপানী 'পাইনি প্রক্সিথেন'

বরুণ মন্ডল

এবারই হয়তো পূর্ব ও পশ্চিম বেহালা, জোকা, টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত আদি গঙ্গা (টালিনালা) সংলগ্ন বাঁশদ্রোণী ও গড়িয়া এলাকার বাসিন্দা, যাদবপুর ও গার্ডেনরিচ এবং কাশীপুরের বাসিন্দারা মশার উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে চলেছে। ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গির মশা নিধনে বর্তমানে যে সব কীটনাশক কলকাতা পুরসভা ব্যবহার করে থাকে তাতে মশার লার্ভা পুরোপুরি নিধন হয়ে যায়। এবার মশা নিধনে জাপানী সংস্থার যে তেলটি ব্যবহার কলকাতায় শুরু হচ্ছে তাতে মশার 'লার্ভা'র মৃত্যু ঘটবে না কিন্তু তাকে 'লার্ভা' অবস্থায় রেখে দেবে। 'লার্ভা' থেকে 'পিউপা' হলেও কোনদিনই সেই 'পিউপা' থেকে 'পূর্ণাঙ্গ মশা' তৈরি হবে না। এতে মশা নিয়ন্ত্রণ যেমন সম্ভব হবে, তেমনই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে। পুরস্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, গত জানুয়ারিতে মশা নিয়ন্ত্রণে 'সুমিতামো' নামে এক জাপানী কেমিক্যাল সংস্থার তৈরি 'পাইরি প্রক্সিথেন' নামক ওই রাসায়নিক ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারি কমিটি। অতীনবাবু জানান, আপাতত কলকাতার কয়েকটি এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে এটিকে ব্যবহার করা হবে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে এই রাসায়নিকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। আর তাতেই এই রাসায়নিকের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।

মশার 'লার্ভা' নিধনে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। পুর মশা দমন দফতরের মুখ্য আধিকারিক দেবাশিস বিশ্বাস জানান, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে মশার 'লার্ভা'র ভূমিকা কম নয়। মশার লার্ভা খেয়ে অনেক জলজ প্রাণী বেঁচে রয়েছে। সেদিক থেকে এই রাসায়নিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবে। উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মশকবাহিত রোগ নির্মূল করতে মেয়রপারিষদ অতীন ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য।

সম্প্রতি ভারত চেম্বার অফ কমার্সের একটি বিশেষ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, কয়লা এবং পুনর্নবিকরণ শক্তি প্রতিমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রায় ১০ হাজার কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ আমরা বাঁচাতে পারি যদি আমরা এলিডি লাইট ব্যবহার করি। তিনি সকলকে এলিডি লাইট ব্যবহার করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি বলেন, গত ১০ মাসে ৩২ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে। যা কিনা আগে ৩ মিলিয়নের কাছাকাছি হত। বিভিন্ন স্তরের কাজ সুপরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওয়েব সাইটে ভরসা করেছেন মন্ত্রী। যেটা কিনা দুর্নীতি দূর করতে সাহায্য করছে। সৌরশক্তি উৎপাদনে এবং বায়ুশক্তি উৎপাদনে ভারত সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে বলে জানালেন পীযূষ গোয়েল। –ছবি : উৎপল রায়

বন্ধু হওয়ার ইচ্ছে নিয়ে

সোম তাপস

সাফারি ওয়ার্ল্ডের কথা আশা করি, সকলের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়, এশিয়া মহাদেশের এখনও বিভিন্ন প্রান্তে অনেক পশুরালয় প্রতিদিন পর্যটকের মন টানে। কারণ একটাই, তাদের প্রিয় পশু পাখিদের নিজেদের হাতে খাওয়ানো বা তাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখার। ধরা যাক থাইল্যান্ডের সাফারি ওয়ার্ল্ডের ভেতর কখনও বাঘের বাচ্ছাদের দুধ খাওয়ানো আবার কখনও ম্যাকাও পাখিদের নিজেদের হাতে করে খাওয়ানো যে কী আনন্দ! যারা সেই মুহূর্তগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী তারাই কেবল জানে।

কিন্তু শুধু সাফারি ওয়ার্ল্ড এই আনন্দ পাওয়া যাবে কেন? আমাদের শহরে অর্থাৎ কলকাতার আলিপুর 'জু'তে আমরা এই আনন্দ পেতে চলেছি জুলাই মাস থেকে। পশুপ্রেমী মানুষের জন্য এবার 'স্টেট জু অথরিটি' যে সুযোগ আনছে তা হলো, বাঘ থেকে সবরকম পাখি সহ হাতি, জেব্রা, জিরাফ সকলকে প্রতিদিন খাবার দেওয়া হয় যে কর্মচারীর মাধ্যমে এখন থেকে আপনিও তার সহকারী হয়ে পশুপাখীদের খাঁচার সামনে গিয়ে নিজে হাতে খাওয়াতে পারবেন। নিতে হবে না গোপনে খাবার দেওয়া বা মালা পরানোর মতো জীবনের ঝুঁকি।

'ভলিন্টিয়ার্স অফ জু' নামক এই প্রকল্পটিতে অংশ নিতে গেলে আবেদন করতে পারবেন। ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে যে কেউ। তবে কে কোন দায়িত্ব নিতে সক্ষম সেটা প্রথমে জেনে নেওয়া হবে। অবশ্য হাতি, বাঘ, কাকাতুয়াদের খাওয়ানোর এই পরিষেবার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি সামান্য পারিশ্রমিকও পাবেন এবং তিনি কত বছর এই পরিষেবাটি দিতে পারবেন তা আবেদনকারীকে জানাতে হবে। এই প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের দত্তক নেওয়া প্রকল্পটি এই মাস থেকে চালু হচ্ছে। শুধু ছবি নয় এবার থেকে প্রকৃত পশুপ্রেমীর ছবি তা আবার প্রিয় পশুর দিকে হাত বাড়িয়ে ব্যাপারটা সত্যি রোমাঞ্চকর।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১১ জুলাই – ১৭ জুলাই, ২০১৫

জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে অজ্ঞতার অবসান হোক

সম্প্রতি রাজস্থানের রাজ্যপাল, প্রাক্তন বিজেপি নেতা কল্যাণ সিং প্রকাশ্য সভায় জাতীয় সঙ্গীত থেকে 'অধিনায়ক' শব্দটি বাদ দিয়ে পরিবর্তে 'মঙ্গলদায়ক' শব্দ চয়নের আর্জি জানিয়েছেন। কল্যাণবাবু এও বলেছেন যে ওই 'অধিনায়ক' শব্দটি নাকি ব্রিটিশকে প্রশংসা করে লেখা। তাঁর মতে রাজনীতিকদের ইতিহাস জ্ঞান এর এই দৈন্যতা ভারতবাসীকে লজ্জা দেবে। সম্পূর্ণ কবিতাটি না পড়ার কারণেই হয়ত এই অজ্ঞতা প্রসূত কথা বলেছেন তিনি। 'জনগণমন অধিনায়ক' শব্দবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে কবি গুরুর 'ভারত বিধাতা' শীর্ষক সঙ্গীতের সূচনা। ভারত বিধাতা ব্রহ্ম সঙ্গীত হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত বিধাতার 'জনগণমন অধিনায়ক' রচনাটিকে দেশাত্মবোধক গান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পিত গীতবিতানে 'পূজা' পর্যায়ে নয়, ভারত বিধাতার প্রকাশ ঘটেছে 'স্বদেশ' পর্যায়ে। ১৯১১ সালে ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে কোনও 'রাজভক্ত বন্ধু' কবিকে 'ভারত সম্রাটের' জয়গান রচনার অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ অনুরোধ গ্রাহ্য হয়নি, তিনি বন্ধুর অনুরোধ রাখতে পারেননি। কৈশোর যৌবনে যে কবি তীব্র স্বদেশ বোধে ও ভারত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তাঁর মধ্যে এমন অনৈতিক অনুরোধের তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। সংবেদনশীল কবি মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি ভারত ভাগ্যবিধাতার জয়গান। যিনি পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগযুগ ধাবিত যাত্রীদের চিরসারথি, জনগণের অন্তর্যামী পথ পরিচায়ক। এই বছরই কংগ্রেসের ছাব্বিশতম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হয়। রবি ঠাকুরের ওই গান নিয়ে কেউ কেউ জল ঘোলা করার চেষ্টা করলে তিনি প্রকাশ্যে বিতর্কে লিপ্ত না হলেও বহু বছর পর ১৯৩৭ সালে ১০ নভেম্বর তাঁর বন্ধু পুলিন বিহারী সেনকে এক পত্রে লিখেছিলেন—'...সে বৎসর ভারত সম্রাটের আগমণের আয়োজন চলছিল। রাজ সরকারের প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনও বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম। সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারত ভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অর্ন্তযামী পথ পরিচায়ক সেই যুগ যুগান্তরের মানব সভ্যতার রথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনও মন্ত্রী কোন ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেন না তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না। আজ মতভেদ বলতে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশটা দুর্লক্ষণ।''

কল্যাণ সিং এর মতো বক্তব্য যাতে আগামীদিনে কোনও রাজনীতিক না করেন সে ব্যাপার নিশ্চিত করার প্রয়োজন ভারতের সংবিধানে। উল্লেখ্য, জার্মানিতে এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শহরে আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রথম এই গান বিশ্বময় ছড়িয়ে গিয়েছিল রবি ঠাকুরের স্নেহধন্য সুভাষ চন্দ্রের হাত ধরে। কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে বিবৃতি দিন রাজ্যপাল কল্যাণ সিং এর ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিবৃতির অসারতা নিয়ে।

অমৃত কথা

জপ তপ কর বটে কিন্তু বাসনা প্রবৃত্তি সব রয়েছে। সেই বাসনা যোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। ও দেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারদিকে আল দেওয়া থাকে, পাছে জল বেরিয়ে যায় বলে। কাদার আল তার মাঝে মাঝে ঘোগ (গর্ত) আছে, প্রাণপণে তো জল আনছে কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

যে সময় কলকাতায় একদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও অপরদিকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্ম ধর্মের ঘোর

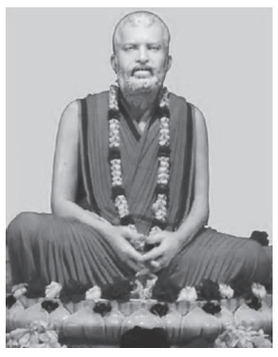

আন্দোলন আরম্ভ করেন, সেই সময়ে পরমহংসদেবের কাছে লোক গিয়ে কেউ এ পক্ষের কেউ ও পক্ষের প্রশংসা করত। পরমহংসদেব সে কথা শুনে বললেন, 'আমি দেখছি আমার মা দুজকে দিয়েই নিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।'

জল জমলে যেমন বরফ হয়, সেইরকম সাকার মূর্তিতে সচ্চিদানন্দ ঘন বলে জানবে।

যার পিপাসা পায়, সে কি গঙ্গার জল ঘোলা বলে পুকুর কেটে জল পান করতে যায়। যার পিপাসা পায়নি, সে হিন্দুধর্ম খারাপ বলে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করে পালন করতে যায়। পিপাসা থাকলে অতো বিচার চলে না।

অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই। যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, এরা যেখানে বসে খায়, সেই জায়গার সাতহাত মাটি অপবিত্র হয়।

ধর্মাধর্ম কি জানো? এখানে ধর্ম মানে বৈধী ধর্ম। যেমন দান করতে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালী ভোজন এই সব। আবার ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড। এ পথ বড় কঠিন। নিষ্কাম কর্ম করা বড়ই কঠিন। কর্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তি পথই ভালো।

যদি বল কোন মূর্তির চিন্তা করবো? যে মূর্তি ভালো লাগে, তার চিন্তা করবে। কারও ওপর বিদ্বেষ করতে নেই, শিব, কালী, হরি, সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, সবই এক।

যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দেরই কথা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।

আনন্ত মত অনন্ত পথ, একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে উঠতে গেলে পাকা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায়, মই দিয়েও ওঠা যায়, দড়ি দিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু খানিকটা পা ওতে খানিকটা পা এতে দিলে ওঠা যায় না। ঈশ্বর লাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

ফেসবুক বার্তা

আর্থার কোনান ডয়েলের যেমন শার্লক হোমস, নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরিটি, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোমকেশ বক্সি তেমনই সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা। স্বরচিত এই গোয়েন্দার ছবিটি লেখার শুরুতেই উঠে এসেছিল লেখক মানিকবাবুর মননে। বস্তুত সত্যজিতের ফেলুদা যার অভিনয় আত্মপ্রকাশ করে সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অবয়ব ফুটে উঠেছে তাঁর হাতে আঁকা এই চিত্রে।

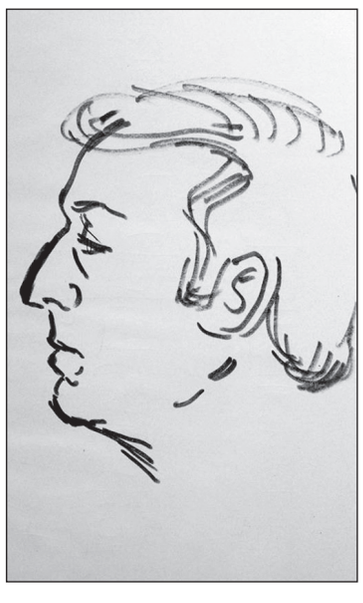

মন্ত্রীমশাই কি কাঁচের ঘরে বাস করে পাথর ছুঁড়ছেন?

নির্মল গোস্বামী

রাজ্যে আইটিআই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও অ্যাডমিট কার্ডে কুকুরের ছবি এই দুটি ঘটে যাওয়া বিভ্রাটকে মন্ত্রীমশাই যে ভাবে সামলে নিলেন তা দেখে রাজ্যের মানুষের বাক্যহারা হওয়ার যোগাড়। কিন্তু বঙ্গজন মন্ত্রী মশাইদের বাক্যবাণ শুনে শুনে এতোই অভ্যস্ত যে নতুন কিছু আর কর্ণে প্রবেশ করলেও মরমে তাকে থিতু হতে দেন না— কারণ তাতেই শান্তি। তা না হলে কোনও সুস্থ মানুষ কি এটা চিন্তা করতে পারে যে সুদূর পশ্চিম মেদিনীপুরে গোয়ালতোড়ের একটা গাঁয়ের ছেলে, সে সদ্য মাধ্যমিক পাশ করে একটা মোটর গ্যারেজে কাজ করে নিজের পড়াশোনার খরচের জন্য। সেই ছেলে দোর্দন্ড প্রতাপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এতো তার ধৃষ্টতা যে সে নিজেই কুকুরের ছবি দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করে। মন্ত্রীমশাই উজ্জ্বল বিশ্বাসের কথা অনুযায়ী তাই দাঁড়ায়। বিভাগীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ও নিজেই ওই কুকুরের ছবি দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করেছিল সেটাই অ্যাডমিট কার্ড হিসাবে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। তাই সৌম্যদীপ মাহাতোকে গ্রেফতার করার অর্ডার দিয়েছেন।

একেই বলে বোধ হয় কপালের গেরো। যে ছেলে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি গ্যারেজে কাজ করে পয়সা জমায়। দুচোখ ভরে স্বপ্ন দেখে আইটিআই পাশ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে গরিব বাবা মায়ের দুঃখ দূর করবে। পড়া তো দূরের কথা মন্ত্রীর ফতোয়ায় এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পুলিশ–গোয়েন্দারা একবার থানায় একবার আইটিআই স্থানীয় কলেজে একবার সেই সাইবার কাফেতে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে অবসন্ন করে ছেড়ে দিল। তবু ভালো গ্রেফতার হতে হল না। গোয়েন্দারা হয়তো সৌম্যদীপের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ কিছু পায়নি তাই ছেড়ে দিলেন। এখন সৌম্যদীপের মা বাবার প্রশ্ন ছেলে আমার ভর্তি হতে পারবে না কো? আমার ছেলে যদি দোষী হত তাহলে যখন ফর্ম জমা দিল তখনই কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করল না সরকার? তাহলে বুঝতাম যে আমার ছেলে দোষ করছে? খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন? দরখাস্ত যখনই কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ল তখনই যদি কুকুরের ছবি তারা দেখে থাকে তাহলে তখনই তো আবেদনকারীর দরখাস্ত বাতিল হওয়ার কথা। কারণ অ্যাডমিট কার্ডে ফটো বাতিল হবার কথা। কারণ অ্যাডমিট কার্ডে ফটো না থাকলে পরীক্ষায় বসতেই পারবে না। তাই ফটো না দিলে প্রার্থীর অ্যাডমিড কার্ড না আসারই কথা। এবং এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভাবে কুকুরের ছবি দেওয়ার জন্য প্রার্থীর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ঘটনা তো অন্য রকম। অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু যখন হয়েছে তখন নিশ্চয়ই দরখাস্তের ফর্মে ফটো ছিল। পাঠাবার সময় কোথাও কেউ মস্করা বা ষড়যন্ত্র করতেই পারে। তার জন্য তো তদন্ত করে দোষীকে খুঁজে বের করতে হবে। তা না করে, মন্ত্রীমশাই গ্রেফতারের অর্ডার দিল কি করে? এটা কি কোনও সুস্থ মানুষের কাজ! না কোনও সুস্থ নাগরিক মন্ত্রীর এই বদযুক্তি মানতে পারে।

প্রশ্ন হল যে সরকার মা মাটি মানুষের জয়গান গেয়ে ক্ষমতায় এসেছে বা এখনও ভোট পাচ্ছে। এই মা মাটি মানুষ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন প্রান্তিক মানুষ। খেটে খাওয়া গরিব চাষি–মজুরের সরকার। যারা মাটির কোল ঘেঁসে বেড়ে উঠেছে তাদের সরকার। তাহলে সেই শ্রেণির মানুষদের প্রতি এতো অসহিষ্ণু কেন? গ্রেফতারের অর্ডার দেওয়ার আগে সরকারও ভেবে দেখল না যে, ছেলেটিকে আর্থ সামাজিক অবস্থা কি রকম? ওই সামাজিক অবস্থায় বেড়ে ওঠা একটা ছেলের পক্ষে ষড়যন্ত্র করা বাস্তবিক সম্ভব কি না। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারতে যে তার বাবা বা সে সিপিএম করে কিনা? মাওবাদী কী না? তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই যেতো। ষড়যন্ত্রের তত্ত্বও প্রতিষ্ঠা পেত এবং গ্রেফতারির বৈধতা নিয়েও কেউ প্রশ্ন তুলত না। কারণ আমরা সকলেই জেনে গিয়েছি সিপিএম বা অধুনা মাওবাদীরা (কিষাণজী বা সুচিত্রা মাহাতোর দল নয় কারণ তারা সরকারের বন্ধু) কি ভাবে এই সরকারকে পদে পদে হেনস্থা করছে। শিলাদিত্য–অম্বিকেশ–কামদুনির মহিলারা রাষ্ট্রপতির কাছে পর্যন্ত দরবার করেছে এই সরকারের বিরুদ্ধে। তাই প্রশ্ন মন্ত্রীমশাই যদি সৌম্যদীপ মাহাতোর গায়ে তেমন কিছু গন্ধ পেয়ে থাকেন তাহলে কথাই নেই। আর কিছু তদন্ত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত খবরে তেমন কোনও অভিযোগ দেখা যায় নি। তাহলে মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে অত্যন্ত বিনীত ভাবে জানতে চাই যে আপনি তো জানেন আমাদের দেশের বিচারের মুডটা কি?

আমাদের বিচার ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত

সত্য হল যে পাঁচজন দোষী যদি ছাড়াও পেয়ে যায়, তবু যেন একজনও নিরাপরাধী শাস্তি না পায়। এখন যে আপনি চক্রান্ত খোঁজার নেশায় বুঁদ একজনকে দোষী বলে চিহ্নিত করে দিলেন। সেই কোমলমতি সত্য তরুণ শিক্ষার্থীর মনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা একবার ভেবে দেখলে না! আপনি তো আর সাধারণ আম নাগরিক নন। আপনি মন্ত্রী আমরা সৌম্যদীপের মতো অভাগাজনেরা সকলেই আপনার প্রজা ভেবে দেখুন আমরাই ভোট দিয়ে আপনার দলকে সরকারে বসিয়েছি। আবার হয়তো বসাবার বাসনাও পোষণ করছি। সেই আম আদমীদের প্রতি কোনও ফরমান জারি করার আগে আর একটু ভাববেন না। একটু বিবেচনা করবেন না। আগে প্রমাণ করুন তারপর শাস্তি দিন। শাস্তি দেওয়া আপনার কাজ। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করাই রাজকর্তব্য। আর গণতন্ত্রে আপনি সেই রাজার আসনে আসীন। কি করে ভুলে যান আপনার পদের মর্যাদা! নাকি অনায়াস লব্ধ বলে পদের গুরুত্বই বুঝতে চান নি? হয়তো বা চেষ্টা করতে, বুঝতে চাই নি তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত না করেই সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে পক্ষ ভাগ করে এক পক্ষকে নির্দোষ বলে অভিহিত করলেন। দুটি ঘটনায় একই অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হল। তদন্ত না করেই একজনকে দোষী দেগে দিলেন আর একটি ঘটনাতেও তৃণমূলের কেউ জড়িত নয় মানে বিরোধী পক্ষ প্রকারান্তের দোষী করলেন। এফআইআর হল না, কারা তদন্ত করবে তা ঠিক হলনা, তদন্তভার কেউ নেবার আগেই মন্ত্রীমশাই বলে দিলেন যে তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়। কারণ তারা কেউ কালিদাস নয় যে, যে ডালে বসেছে, সেই ডালই কাটবে। তাদের সরকারের বদনাম তো তারা করবে না!

বাঃ এই না হলে মন্ত্রীমশাইয়ের যুক্তি। তিনি নিজে তৃণমূল কর্মী। তিনি নিশ্চয়ই এমন কিছু করার কথা চিন্তা কারন না যা তৃণমূল সরকারের বদনাম হবে। এবং নিজের এই সত্য বিশ্বাস ভয় করেই অন্য তৃণমূলীদের সম্পর্কে তিনি এই ধারণা পোষণ করেছেন।

মন্ত্রী মশাইয়ের ধারণা যে কত ভুল তা এক এক করে মনে করিয়ে দিই এই সদ্য বর্ধমানে বালীর বখরা নিয়ে তৃণমূলের তিনজন কর্মীকে তৃণমূল খুন করল কেন? তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি দাবি করেছে। সরকার তো দূরের ব্যাপার এরা দলের বদনাম করছে। আচ্ছা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো মণিরুল, আরাবুল, অনুব্রত এদের কাজকর্মে সরকারের ভাবমূর্তি কি উজ্জ্বল হচ্ছে? এরা সকলেই কিন্তু তৃণমূল নেতা। পুলিশকে এতো মারছে যে পুলিশ টেবিলের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে? কারা মারছে না তৃণমূলীরা— এতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে?

কলেজে কলেজে তৃণমূলী ছাত্ররা অধ্যাপকদের পেটাচ্ছে এসে তাতে ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হচ্ছে না? বর্তমানে বোমা উদ্ধার করতে গিয়ে ওসি আহত হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি অভিযোগ সেই তৃণমূলের দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলীদের তান্ডব এসব কি সরকারের বা দলের ভাবমূর্তি কালিমা লিপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়? আচ্ছা আপনার সহকর্মী মদনবাবু ছ'মাসের বেশি ধরে জেলে রয়েছেন এটা কি সরকারের ভাবমূর্তির ক্ষতি করছে না? তাহলে স্বার্থের জন্য এত বড়ো নেতারা যখন দলকে সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলতে পারে তখন কিসের ভিত্তিতে আপনার যুক্তি সঠিক বলে মনে করেন? একটা কথা মনে রাখলে ভালো হয় যে ধরা পড়লে তবেই কালিদাস বলে প্রতিপন্ন হবে তার আগে নয়। আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা যে নেহাৎ মজা করে হয়নি এর পিছনে ষড়যন্ত্রের থেকে স্বার্থের প্রশ্নই বেশি জড়িত। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা থাকতে পারে সেটা খুঁজে জনসাধারণকে জানালে তবেই বিশ্বাস হবে যে তৃণমূলীরা কালিদাস নয়, তার আগে বলাই যায় যে, যে কাঁচের ঘরে বাস করে সেই আগে পাথর ছুঁড়ে বলতে চায় যে ঘরের ধারে কাছে যেন কেউ না আসে। পরিশেষে জানতে ইচ্ছা করে মন্ত্রীমশাইয়ের এই যে সিদ্ধান্ত এর দ্বারা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হল বা নিজেই কালিদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন?

ভুবনডাঙার পাঁচালী

শতবর্ষে পা

গত ১ জুলাই শতবর্ষে পা রাখল ভারতের আর এক ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। দিনটিকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পার্ক স্ট্রিটের আর এক ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্থা এশিয়াটিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া–র সামনে থেকে এক পদযাত্রা শুরু হল নিউ আলিপুরের সদর কার্যালয় পর্যন্ত। পা মেলালেন প্রখ্যাত ফুটবলার বদ্রু ব্যানার্জী, অর্জুন শান্তি মল্লিক সহ বিভিন্ন তারকা থেকে শুরু করে আট থেকে আশি সকলেই। কল্লোলিনী কলকাতা কাজের দিনের ব্যস্ততার মাঝেও দেখল স্বাধীনতাপূর্ব যুগের আর এক প্রতিষ্ঠানের পথ চলার ঝলকানি। জুলজির সাথে আমাদের পরিচয় হয় জনপ্রিয় চিড়িয়াখানার হাত ধরে। শুধু পশুপাখির পর্যটন নয়, প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলেছে অবলা প্রাণিদের কল্যাণে নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে। মিছিলের সাক্ষী হয়ে ছবিটি তুলেছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রিয়ম গুহ।

সারস্বত সাধনার মৈনাখ

নিজেকে 'নক্ষত্র খচিত নীল সাহিত্য সভায় অনাহূত গ্রহ' বলে উল্লেখ করেছেন কবিতায়। কখনও তাঁর কবিতায় ধরা দিয়েছেন পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান আবার কখনও প্রতিবাদ। তাঁর কবিতায় ঈশ্বর কখনও হয়ে গিয়েছেন ফল, ফুল প্রকৃতির মৌলিক উপাদান। আবার তাঁর কাব্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে জড় উপাদানগুলিও। সামান্য 'ল্যাম্পপোস্টে'র মত তুচ্ছ জিনিসের সঙ্গে তিনি মিল পান মানবসভ্যতার প্রবাহমানতার। এমনই এক আধ্যাত্ম চিন্তায় বিভোর অথচ সমাজ সচেতক কবি হলেন এস ইউসুফ। একেবারে প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস করেও লেখায় আন্তর্জাতিক ভাবধারার উপস্থাপন নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের। এমনই সব কবিতা লেখেন এস ইউসুফ। কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শ্লোগান। কবিতা দিয়েই এলাকার হিন্দু মুসলমান সবারই মন জয় করেছেন তিনি। কবি ইউসুফের জন্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার চকতারা বৈদ্য গ্রামে। বাবা ছিলেন প্রধান শিক্ষক । শ্যাম বসুর চকের 'কুলপী কালিকা বিদ্যাপীঠ' থেকে ১৯৫৫ সালে তিনি স্কুল ফাইনাল পাস করেন ইউসুফ। তারপর ভর্তি হন ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজে। শিক্ষকতা করেছেন সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর। এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত বয়স আশি উর্দ্ধ।

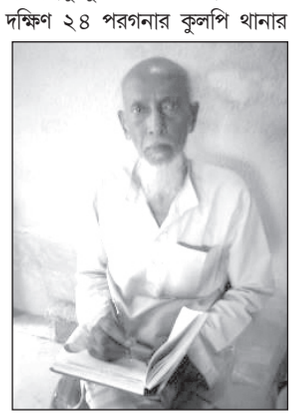

তাঁর কবিতা লেখা শুরু হয় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়। সেই সময় থেকে লিখে চলেছেন এখনও। চোখ–শরীর দুটির সমস্যা সত্ত্বেও চালিয়ে চলেছেন তাঁর প্রতিবাদী কলম। লিখেছেন বহুপত্র পত্রিকায়। কবি হিসাবে তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করেন কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির তৎকালীন সভাপতি তুহীনা পুরকাইত ও তদানীন্তন বিডিও সুদীপ্ত দেবনাথ। তাঁর সৃজনশীল কাব্যগাঁথায় মুগ্ধ হয়ে যান তাঁরা। ২০১০ সালে তাঁকে কুলপি বিডিও অফিস থেকে দেওয়া হয় 'কবি শিরোমনি' জীবনকৃতি সম্মান। ৩৬টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'এই দেশেতে জন্ম আমার'। তাঁর কবিতায় বিশেষ প্রতিভা ও স্বতন্ত্রতার ছাপ দেখে তাঁকে 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনী' থেকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। কুলপির বর্তমান বিডিও সেবানন্দ পন্ডা জানান ''কবিতায় তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। আমার চোখে তিনি অনেকক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। নজরুল প্রেমীএই কবি, এই এলাকার গর্ব।'' সমাজকল্যাণ আধিকারিক নির্ঝর মন্ডল বলেন—''কবি এস ইউসুখের মত এত উচ্চ চিন্তাভাবনার মানুষ সম্পর্কে কিছু বলাই আমার ধৃষ্টতা।''

সূর্যের আলো

আমাদের শক্তির উৎস সূর্যালোককে বিদ্যুতের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরতে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। অচিরাচরিত শক্তি মন্ত্রক ও ওয়েবরেডার কতই না প্রকল্প। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রান্তদ্বীপ সাগর ব্লককে মডেল করে সোলার গ্রাম করার প্রচেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়েছে। সরকার যা পারল না পুরুলিয়ায় পান্দ্রিতে তা করে দেখালো আর্ট অফ লিভিং। এখন ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম সম্পূর্ণ সোলার গ্রাম পান্দ্রি। পাল্টে গিয়েছে ৮৬টি পরিবারের ৩০০০ মানুষের জীবন যাত্রা। আলো, সেচ, জল পরিশ্রুতকরণ থেকে চাষবাস সবই চলছে সূর্যের আলোর নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়। শ্রীশ্রী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অন্তর্গত এই প্রকল্পে একশো ভাগ সফল রবি শঙ্করের আর্ট অফ লিভিং।

প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ইন্ডিয়া সপ্তাহ সামিল হল আলিপুর পোস্ট অফিস। পাঁচদিনের এই কর্মসূচি শুরু হয় ১ জুলাই থেকে। পাঁচ দিন ধরে জনচেতনা দিবস, ই–দুনিয়া, পাবলিক গ্রিভেন্স এবং এডুকেশন এই বিভিন্ন বিভাগের ওপর জনসচেতনতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধান পোস্ট মাস্টার জয়ন্ত চৌধুরি সহ অন্যান্য কর্মীরা। তৃতীয় দিনের কর্মসূচিতে অংশ নেয় রাষ্ট্রীয় বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। –নিজস্ব চিত্র

২৩৮ বছরের জয়যাত্রা

পলাশীর যুদ্ধের রেশ তখনও কাটে নি। ব্রিটিশদের একছত্র দখল ধীরে ধীরে চেপে বসেছে ভারত তথা বাংলায়। এরই মধ্যে মাত্র ৮ বছর পর ১৭৫৬ সালে পরবর্তী কালে ফরাসি উপনিবেশ বলে পরিচিত চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জে প্রতিষ্ঠা হয় জগন্নাথদেবের মন্দির। পরের বছরই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় সেখানে। বাংলার মাটি বিদেশিদের কব্জায় চলে গেলেও জগন্নাথ দেবের জয়যাত্রা রোধ করা যায় নি। ১৭৮৬ সালে লক্ষ্মীগঞ্জের যাদুবেন্দু ঘোষ স্বপ্নাদেশ পান রথ তৈরি করার। সেই রথ এবার যাত্রা করবে ২৩৮ বছরের পরিক্রমা। আজ এই রথ লক্ষ্মীগঞ্জের রথযাত্রা হিসাবে খ্যাত। দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যায় যাদুবেন্দু বাবুর তৈরি রথ। ১৯৬২ সালে তৈরি হয় বিশাল লোহার রথ। সহযোগিতা করে ভদ্রেশ্বরের বেথওয়েট ইন্ডিয়া। বর্তমান লোহার রথের ওজন আনুমানিক ৫০ মেট্রিকটন। উচ্চতা ৪০ ফুট। ১৪টি লোহার চাকা। রয়েছে নয়টি পিতলের চূড়া। রথের দিন ভক্তরা চতুর্দোলায় করে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে এসে পুজো পাঠের পর রথে প্রতিষ্ঠা করেন। উৎসবের দিন জিটি রোডে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এবারেও রথযাত্রার উপস্থিত থাকবেন মহকুমা শাসক পীযূস গোস্বামী, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, বিধায়ক অশোক...

বর্ণালী শিক্ষিকা হতে চায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ণালী বেরা, গ্রাম ৭ নং রাধারানীপুর পোঃ জ্যোতিষপুর, থানা–বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবার রানীগড় জ্যোতিষপুর

হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) থেকে ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। দুই ভাই, এক বোন। পিতা শারীরিক অক্ষম, কাজ করতে পারেন না। পরন্তু সুন্দরবনের প্রান্তিক অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় সারা বছর কাজ পাওয়া যায় না। পাশেই বিদ্যাধরী। কিন্তু নদীর মীনও এখন পাওয়া যায় না। স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্যে না হলে এ পর্যন্ত আসতে পারত না। এখন কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সাহায্য বিনা কলেজে ভর্তি বা পড়াশুনা চালানো অসম্ভব। বর্ণালীর স্বপ্ন শিক্ষিকা হয়ে গ্রামের ড্রপ আউট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আলো দেখাবে। গ্রামে টিউশনি পড়াতে অধিকাংশ অভিভাবক অক্ষম। বর্ণালী টিউশন পড়ায় কিন্তু অধিকাংশই কোনও পয়সা দিতে পারে না।

চিকিৎসক দিবসে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানচন্দ্র রায় এর জন্মদিন উপলক্ষে সারা ভারতে চিকিৎসক দিবস পালিত হয়। Hotel Hindusthan International এ Indian Board Of Alternative Medicines and World Yoge Foundation আয়োজন করেছিল International Conference, Convocation & Awards Presentation Ceremony। মঞ্চে দেশ বিদেশের বহু গুণীজন রামকৃষ্ণ মিশনের মহরাজ এবং বোর্ড–এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ এস কে আগরওয়াল এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রফেসর প্রবোধ চন্দ্র সিনহা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বহু দেশ বিদেশের চিকিৎসকরা শরীর সুস্থ রাখার জন্য কি কি করণীয় সেই সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং ডাঃ আগরওয়াল সহজ পদ্ধতিতে যোগের মাধ্যমে কিভাবে শরীর সুস্থ রাখা যায় কিছু যোগ প্রদর্শন করে দেখান। মঞ্চে নাইজেরিয়া থেকে আগত International alternative Medicine এর President কিভাবে শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখা যায় তার বিভিন্ন মাধ্যম বলেন।

মঞ্চে বক্তব্য রাখেন Mr. Ahmad Rodwan Khulki, Kuwati এবং Mr. Swraswati Kaushik, New Delhi, এছাড়া আরও অনেকে।

Award Presentation এ Dr. Samuel Hahnemann Memorial Award পান Dr. Sharmin Samfal Charak Memorial Award পান Mr. Uttravelli Gouri Sankar Rao.

অতিথি হিসাবে আসন অলংকৃত করেন ডা. অমরনাথ দাস, ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, যোগ বিশারদ অমিত আইচ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডা. ডি এন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন পালিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৫তম জন্মদিন বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই পালিত হল সারা রাজ্যে। এরই পাশাপাশি ৫ জুলাই চন্দননগর মন্ডল শাখার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা সকাল থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের ছবিতে মালা দিয়ে বিরাট শোভাযাত্রাসহ সারা চন্দননগর প্রদক্ষিণ করেন। শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমি হুগলি জেলার জিরাটে। সেকানে এতদিন কোনও মূর্তিই ছিল না। ৬ জুলাই জন্মদিন পালনের দিন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি জিরাটে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের একটি পূর্ণবয়ব মূর্তি উন্মোচন করেন। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। চন্দননগর মন্ডল শাখার সম্পাদক প্রদীপ সমাদ্দার, লোকনাথ সাউ, মোহন দাস, বিশ্বজিৎ রায়, সঞ্জয় ঘোষ শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া একাধিক মহিলারা ছিলেন। তাঁর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই আজকের বিজেপি দল গড়ে উঠেছে। আর সেই দলই এখন কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করছে।

হাবড়া থানার উদ্যোগে বিশ্ব মাদক বিরোধী র‍্যালি, সামাজিক কাজে পুলিশি ভূমিকার অন্যতম নজির

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভাল কাজ করার ইচ্ছে থাকলে পেশা যে প্রতিবন্ধক হয়না, সম্প্রতি এই সত্যটাকে প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করলেন, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়া থানার আই সি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের জনসংযোগবৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারের বার্তাকেও সম্প্রসারিত করলেন। ২৬ জুন বিশ্ব মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে মৈনাকবাবুর উদ্যোগে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে হাবড়ার সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যে র‍্যালি সংঘটিত হয়, তা এক কথায় সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় নজির সৃষ্টিকারী। এদিন বিকেল চারটেয় এই র‍্যালি শুরু হয়। এতে হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রমোহন মন্ডল প্রচুর ছাত্রছাত্রী নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। হাবড়া সপ্তপল্লী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিতা রায় ও সহ শিক্ষিকা মৌসুমী বিশ্বাস তাঁদের বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে অংশ নেন। এছাড়াও অংশ নেয় হাবড়ার অন্যান্য স্কুল ও স্থানীয় সমস্ত ক্লাব সংগঠনগুলি। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের গোলকিপার শিলটন পাল, ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবরডাঙার রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামীজী সত্যস্বরূপানন্দ মহারাজ, হাবড়া ১–এর বিডিও সজল দাস, বারাসত কোর্টের সরকারি আইনজীবী অভিজিৎ মিত্র সহ হাবড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি, হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নীলিমেশ দাস ও কাউন্সিলরগণ এবং হাবড়া থানাধীন সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন মছলন্দপুরের নেতৃত্ব। এমনকি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও অংশ গ্রহণ করে এই র‍্যালিতে। ছিলেন হাবড়া চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট নিরঞ্জন সাহা সহ সমস্ত সদস্যগণ, হাবড়া ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গোপাল সাহা সহ সমিতি বিভিন্ন সদস্যগণ। এছাড়াও যোগ দিয়েছিল বিভিন্ন এনজিও সংস্থা। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাইল্ড লাইন, উদ্দীপন, জনজাগরনী, দীপা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের এই র‍্যালিতে ছিল মাদকবিরোধী দুটি ট্যাবলো। যার একটি ছিল র‍্যালির সামনে ও অপরটি ছিল র‍্যালির পিছনে। এছাড়াও ছিল চারটি রণপা। উল্লেখ্য, ২৪ জুন বিকেলে এই ট্যাবলো দুটি উদ্বোধন করেছিলেন, আইজি সাউথ বেঙ্গল অজয় রানাডে, ডিআইজি (পিআর) সুব্রত মিত্র ও উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায়।

হাবড়া থানা থেকে শুরু হওয়া এদিনের বিশ্ব মাদকতাবিরোধী এই র‍্যালিতে এতই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পড়েছিল যে, র‍্যালির অগ্রভাগ যখন প্রায় দু'কিমি দূরবর্তী জয়গাছিতে, তখন র‍্যালির পশ্চাৎভাগ হাবড়া থানায়। জয়গাছি থেকে ঘুরে এই র‍্যালি আবার ফিরে আসে হাবড়া থানায়। মাদক বিরোধী এত বড় র‍্যালি উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিহাসে বিরল, বলে মন্তব্য করেছেন হাবড়ার বাসিন্দারা। এই র‍্যালির কারণে এদিন ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় হাবড়া শহরে। হাবড়া থানার পক্ষ থেকে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে দেওয়া হয় ট্রেনের টাইম টেবল, ১০০ জন বিশিষ্ট অতিথিদের প্রদান করা হয় ছাতা, অংশগ্রহণকারী বাচ্চাদের দেওয়া হয় মুখোশ, সান গার্ড ও চুইংগাম। ড্রাগ বিরোধী শ্লোগান ছাপা ৩০০ গেঞ্জি প্রদান করা হয় স্থানীয় বিভিন্ন ফল বিক্রেতা ও পুরসভার ট্রাফিক কর্মীদের।

এদিন সেরা অংশগ্রহণকারী হিসেবে পুরস্কৃত করা হয় সপ্তপল্লী গার্লস স্কুলকে। এ ব্যাপারে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিতা রায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'পুরস্কার পেয়ে অত্যন্ত ভাল লাগছে। স্কুলের এইসব মেয়েরা যে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে, তা আগামীদিনের পক্ষে যথেষ্ট আশাপ্রদ। আমাদের স্কুলে এনসিসি আছে। তারাও অংশ নিয়েছিল। সমাজের জন্য এদেরও কিছু করার আছে।' হাবড়া থাকার এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে মিতা দেবী বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশ যে সামাজিক কাজে অংশ নেয়, এই বার্তা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।' উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে হাবড়া থানার এই উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়। হাবড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও হাবড়া থানার এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

জখম হোটেল মালিক হাসপাতালে

প্রথম পাতার পর

তবে ডায়মন্ডহারবার–২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি অরুময় গায়েন বলেন, ওই এলাকার সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর দলবল এই সিন্ডিকেটে যুক্ত। আমাদের দলের নাম করে কেউ সিন্ডিকেট চালালে দল কোনওভাবে দায়ী নয়। আইনমাফিক পুলিশ ব্যবস্থা নিক। জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, একটি ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে টাকা চাওয়া নিয়ে একটি গন্ডগোল হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় মূল ৩ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার রাতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতেরা মুজদিন শেখ ওরফে ভোলা, ইয়াসিন মোল্লা ও এনামুল মোল্লা। ধৃতেরা সকলেই চেওড়ার বাসিন্দা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অ্যাপস রিপোর্টার

ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক কুমার হালদারের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল অর্থে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মিত ঠান্ডা পানীয় জলের জলাধারের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অধ্যক্ষ ডঃ সুবিরেশ ভট্টাচার্য, বিধায়ক দীপক কুমার হালদার, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার।

অ্যাপস রিপোর্টার মিলন হালদার।

সাংবাদিকতার কর্মশালা

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত : রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে রাজ্যের জেলায় জেলায় উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ৪ ও ৫ জুলাই দু'দিনব্যাপী এই কর্মশালাঅনুষ্ঠিত হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পক্ষ থেকে বারাসতের রবীন্দ্রভবনে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দুই দিন ব্যাপী এই কর্মশালার সূচনা করেন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এই কর্মশালার সূচনালগ্নে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) তথা জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক বিজিত কুমার ধর, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বার্তা শাখার প্রধান অরবিন্দ কুমার মণ্ডল, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্য ও প্রদীপকুমার চক্রবর্তী। পুরপ্রধান তাঁর বক্তব্যে বলেন 'সাংবাদিকতা পবিত্র বিষয়। তথ্য নির্ভরশীল সঠিক সংবাদ পরিবেশনকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।' সমাজগঠনে ছোট ও মাঝারি পত্র–পত্রিকার ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন দেবাশিস ভট্টাচার্য, গণমাধ্যম ও সামাজিক দায়–দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রদীপকুমার চক্রবর্তী। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক স্নেহাশিস সুর ও দীপঙ্কর নন্দী। এদিন বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ পত্রপত্রিকার প্রয়োজন, পরিসর এবং স্বনির্ভরতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্নেহাশিস সুর। উন্নয়ন ও গঠনমূলক সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন দীপঙ্কর নন্দী। এই কর্মশালায় প্রায় জনা চব্বিশ সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লোক–প্রসার প্রকল্পের উপর রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সুব্রত মুখোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি বলেন 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হল, লোক–প্রসার প্রকল্প।' তিনি জানান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে লোক–শিল্পীদের সপ্তাহে একটি করে প্রোগ্রাম দেওয়া হবে। যার পারিশ্রমিক এক হাজার টাকা। উত্তর চব্বিশ পরগণায় গত ৩১ মে পর্যন্ত প্রায় ৪১ হাজার লোকশিল্পীর আবেদন জমা পড়েছে। নথিভুক্ত শিল্পীর সংখ্যা এক হাজার ন'শ। পেনশন প্রাপক শিল্পীর সংখ্যা ২৫৪। ইতিমধ্যে এই জেলায় লোক প্রসার কর্মসূচি বাবদ সরকারের ব্যয় হয়েছে এক কোটি দু'লক্ষ টাকা। আরও ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এই কর্মশালায় আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এই প্রতিবেদক। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফ থেকে কর্মশালার সমাপ্তিতে অংশগ্রহকারী সকল সাংবাদিককেই শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০শে জুন বাঘাযতীন রাজাপুর বাস্তুতলা এফপি স্কুলে অনুভূতি সেবা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজিত এই স্বাস্থ্যপরীক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০ জন।এই শিবিরে হাইট–ওয়েট মাপা বিপি, বিএমআই, চক্ষু পরীক্ষা অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, জেনারেল মেডিসিন এর ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। অনুভূতি সেবাকেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা অমল কর্মকার জানান যে এই স্বাস্থ্য শিবির বেশ সফল হয়েছে। এই স্বাস্থ্যশিবিরে প্রায় ৮৫% স্কুলের বাচ্চাদের ব্লাড গ্রুপিং করা হয়, ২০০ জনের উপর জেনারেল মেডিক্যাল চেক–আপ করা হয়, প্রায় ১২জনের ইসিজি পরীক্ষা করা হয় ও বিনামূল্যে ৬৫ জনকে ওষুধ বিতরণ করা হয়। এই শিবিরে চোখ ও জেনারেল মেডিসিন বিভাগে ছিলেন ড: বিশ্বজি মন্ডল, জেনারেল ফিজিসিয়ান ড: সুতনু রায় ও হোমিওপ্যাথি বিভাগে ছিলেন ড: মৌমিতা জাহান।

নদী বাঁধে ফাটল

প্রথম পাতার পর

গঙ্গাপুর খেয়া ঘাটের পাশেই বৃদ্ধ সামসুদ্দিনের চায়ের দোকান। তিনি বলেন, 'ভাঙন ঠেকাতে একসময় অনেক আবেদন নিবেদন করেছি। কোনও কাজ হয়নি। নদী ভাঙনের জেরে বছরের পর বছর দোকানটাও সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। শখ করে কি কেউ বাসা বদল করে। এখানে গঙ্গা আমাদের বাড়ি বদল করে দেয়।' একই রকমভাবে সাগরদ্বীপের সুমতীনগর, ধবলাট ও বেগুয়াখালির বেশ কয়েকটি জায়গায় নতুন করে নদী ও সমুদ্রের বাঁধে ফাটল ও ভাঙন দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি কাকদ্বীপ ও কুলপির বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর বাঁধে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক অমিতকুমার নাথ জানান, 'সেচ দফতরকে জানাব দ্রুত মেরামতের জন্য।' ঘটনার কথা স্বীকার করে সেচ দফতরের এক আধিকারিক জানান, 'এবার নতুন করে যে সমস্ত জায়গায় নদীর বাঁধে ফাটল ও ভাঙন দেখা দিয়েছে ভারী বর্ষা নামার আগেই সেই সমস্ত জায়গায় দ্রুত মেরামতের জন্য তোড়জোড় চলছে। আশাকরি অন্য বছরের তুলনায় এবারে প্লাবনের আশঙ্কা কম।

মাদক বিরোধী র‍্যালি

কুনাল মালিক : গত ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটি একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করেছিল। ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা থেকে নোদাখালী চৌরাস্তা পর্যন্ত র‍্যালিতে সমাজের বিশিষ্ট মানুষ জন অংশগ্রহণ করেন। তারপর বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস এবং নোদাখালী থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা প্রমুখ। সচেতনতামূলক একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী কল্যাণ দাস।

Tender Notice

Tenders are invited from the Co–operatives/Firms/individuals for Storing/Carring of Foods Stuffs and Supply of Stationary and other miscellaneous articles of the Basanti ICDS Project, South 24 Pgs. for the period of one year i.e. for the year 2015–2016.

Further details are available from the office of the undersigned.

The tentative date of droping of Tender has been fixed on 29th July 15.

Sd/–
Child Development Project Officer,
Basanti ICDS Project
South 24 Parganas

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন.আই.টি. নং 82, 83, 84/Kul/S24 Pgs/ 2015, তাং–০৬/০৭/২০১৫ তে ১৪টি বিধবাদের ঘর, 85, 86, 87/Kul/ S24Pgs /2015, তাং–০৭/০৭/২০১৫তে ৬টি টিউবওয়েল খনন ও ১টি প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

উক্ত ডেন্ডার মেমো নং এর জন্য ২০/০৭/২০১৫ বেলা ৪.০০টে পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে কুলতলী নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

Tender Notice

Tenders are invited from the Co–operatives/Firms/individuals for storing/carrying of Foods Stuffs and supply of stationary and other miscellaneous articles of the Gosaba ICDS Project, South 24 Parganas for the period of one year i.e. for the year 2015–2016.

Further details are available from the office of the undersigned.

The tentative date of droping of Tender has been fixed on 30.7.2015.

Sd/–
Child Development Project Officer,
Gosaba ICDS Project
South 24 Parganas

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি মৈনাক কুমার ঘোষাল পিতা মৃদুল কুমার ঘোষাল গ্রাম–জয়চন্ডীপুর, পোষ্ট – বাখরাহাট দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৭৪৩৩৭৭ নিবাসী ইং ০৭–০৭–২০১৫ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুর হইতে মৈনাক কুমার ঘোষাল হইতে রোহিত কুমার ঘোষাল হইলাম। বর্তমানে আমি রোহিত কুমার ঘোষাল নামে পরিচিত হইলাম।

ডাক্তারদের ব্যবহৃত চিহ্ন 'ক্যাডুসিয়াস' কি যুক্তিযুক্ত?

একটা লাঠির দুপাশে দুটি ডানা ছড়ানো রয়েছে। আর সেই লাঠিটিকে ঘিরে দুটি সাপ মুখোমুখি চেয়ে আছে। এই চিহ্ন দেখলেই সবাই বলবেন—এই চিহ্ন তো ডাক্তারদের প্যাডে ব্যবহার করা হয়। ডাক্তারদের গাড়িতেও লাগানো থাকে। এই প্রতীকের নাম গ্রিক দেবতা হোমারের লাঠি বা 'ক্যাডুসিয়স'।

এতদিন ডাক্তাররা তাদের প্যাড, গাড়ি, ডাক্তারখানা সর্বত্র রেডক্রশ চিহ্ন ব্যবহার করতেন। অ্যাম্বুলেন্সের গায়েও বড় করে রেডক্রশ চিহ্ন থাকত। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সোসাইটির লোগো যুক্ত চিহ্নের মত লাল ক্রশ চিহ্ন কেবলমাত্র রেডক্রশ সোসাইটির গাড়ি ও তাদের অফিসের কাগজপত্রে ব্যবহার করা হবে। রেডক্রশ সোসাইটির বাইরের কারো এই রেডক্রশ চিহ্ন ব্যবহার করার আইনগত অধিকার নেই। রেডক্রশ সোসাইটি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর ডাক্তারের প্যাডে, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ও অ্যাম্বুলেন্সে রেডক্রশ প্রতীকের ব্যবহার বন্ধ করা হল। রেডক্রশের পরিবর্তে ব্যবহার করা হল 'ক্যাডুসিয়াস' প্রতীক। এখন সকলেই বুঝে গেছেন ডাক্তারদের প্রতীক রেডক্রশ নয় হোমারের ক্যাডুসিয়াস দণ্ড। ক্যাডুসিয়াস আসলে গ্রিক পুরাণে বর্ণিত দেবতা 'হোমার' এর বা মার্কারির' বা 'হারমেস'-এর হাতে ধরা দণ্ড। একে 'হারভিক স্টাক'ও বলা হয়। এই দেবতারা কেউই চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যের দেবতা নন। আমাদের মৃত্যু দেবতা যম-এর হাতে ধরা ন্যায়দণ্ডের মতো, গ্রিক দেবতা হারমেস ক্যাডুসিয়াস দন্ড হাতে মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মাকে মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যান। হ্যারি পটারের সিনেমাতেও ক্যাডুসিয়াস হাতে আত্মাকে নিয়ে যাবার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

মজার কথা গ্রিক পুরাণে ডানাওলা সাপ জড়ানো দণ্ডটি প্রতারণা, ছলনা, কথার জাল বুনে লোক ঠকানো ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত। তারও আগে দেবতা হোমারের এই ক্যাডুসিয়াস দণ্ডটি বাণিজ্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হত। গ্রিক দেবতা হারমেস, বা মার্কারি হলেন দস্যু, ব্যবসায়ী, মেষপালক ও পর্যটকদের দেবতা। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বা সেবা শুশ্রূষার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই। বাণিজ্যের প্রতীক ক্যাডুসিয়সকে অ্যালকেমিষ্টরা তাদের ব্যবসার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা, কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি কিছুটা সংশয় নিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক ব্যবহৃত হতে থাকে। এর শুরু হল একজন লোকের অদ্ভুত এক খেয়ালের জন্য। আমেরিকার মেডিক্যাল বইয়ের এক প্রকাশক জন চার্চিল তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন হিসেবে কোনও কিছু না ভেবেই ক্যাডুসিয়াল প্রতীক দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপলেন। এতকাল ডাক্তারি বইয়ের বিজ্ঞাপনে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক ব্যবহার করা হত না। কিন্তু জন চার্চিলের দেখাদেখি আমেরিকার অন্যান্য প্রকাশকরাও চিকিৎসা সংক্রান্ত বইয়ে ক্যাডুসিয়স প্রতীক ছাপতে শুরু করলেন।

আমেরিকার চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশকরা ক্যাডুসিয়াস চিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করলে গ্রেটব্রিটেন ও ইউরোপের কোথাও তখনও ক্যাডুসিয়াস চিহ্ন ব্যবহৃত না। ক্রমশ চিকিৎসা সংক্রান্ত বইতে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক ছাপার রেওয়াজ চালু হয়ে গেল। ক্যাডুসিয়াস প্রতীকের প্রতি আকৃষ্ট হলেন রাজা অষ্টম হেনরির ব্যক্তিগত চিকিৎসক স্যার উইলিয়ম বাটস্। তাঁর বিশেষ রাজকীয় মর্যাদা বোঝাতে ডাঃ বাটস ব্যক্তিগত কাজকর্মে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করলেন। এই প্রথম একজন চিকিৎসকের পরিচিতি হিসাবে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক ব্যবহৃত হতে থাকল।

পরবর্তীকালে রয়্যাল কলেজ অফ

ফিজিসিয়ানস এর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এবং কেমব্রিজ কেইয়াস কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা জন বেইয়াস তাঁদের অধীনস্থ কলেজ পরিদর্শনের সময়ে রূপার তৈরি একটি বড় ক্যাডুসিয়াস দন্ডকে সিংহাসনে বসিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে শাখা কলেজগুলিতে প্রবেশ করতেন। পরে ওই রূপার ক্যাডুসিয়াস দন্ডটি কলেজে সংরক্ষণ করা হতো। এইভাবে চিকিৎসক শিক্ষণ কলেজে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক প্রবেশাধিকার পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হল।

ক্যাডুসিয়াসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ঐতিহাসিকরাও যুক্তি দেখাতে শুরু করলেন। ঐতিহাসিক ফিল্ডিং গ্যারিসন জানালেন ষোড়শ শতাব্দীতে চিকিৎসাজগতে প্রতীক হিসেবে ক্যাডুসিয়াস ব্যবহৃত হত। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানির প্রকাক জোহন্স ফ্লোবেন কিছু কিছু মেডিক্যাল বইয়ের প্রচ্ছদে ক্যাডুসিয়াস ছাপতে শুরু করলেন।

১৮৪৪ সালে ইংরেজ প্রকাশক চার্চিল মেডিক্যাল বইয়ের প্রচ্ছদে ক্যাডুসিয়স চিহ্ন ছাপতে শুরু করলেন। আমেরিকা ছেড়ে এবার ইংল্যান্ডের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের জগতেও ক্যাডুসিয়স প্রতীক ছাপা হতে থাকলো।

গ্যারিসনের মতের বিরোধিতা করলেন ওয়াল্টার ফ্রিডল্যান্ডার। তাঁর মতে জন কেইয়াস যে দন্ড হাতে রাজকীয় শোভাযাত্রায় অংশ নিতেন সেটি কোনমতেই ক্যাডুসিয়াস নয়। তাঁর মতে উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীরা যেমন বনেদিয়ানার পরিচয় দিতে রূপা বাঁধানো লাঠি হাতে রাজপথে ভ্রমণ করতেন, জন কেইয়াসও তেমনি হেরল্ডের একটি দন্ড হাতে সম্ভ্রান্ত উদ্রেককারী শৌর্য্যের প্রকাশ দেখাতে শোভাযাত্রা সহকারে কলেজ পরিদর্শনে যেতেন। ১৮৫৪ সালে গ্রেট ব্রিটেন ডানাওলা দন্ডের গায়ে দুটি সাপ জড়ানো 'ক্যাডুসিয়স' এবং একটি দন্ডের গায়ে একটি সাপ জড়ানো 'রড অব অ্যাসক্লেপিয়াস' প্রতীক দুটি বিভিন্ন পেশার চিহ্ন বলে পরিষ্কার বিভাজন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করলো।

আমেরিকার সার্জন জেনারেল ও 'রড অফ অ্যাসক্লেপিয়াস'কে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতীক বলে ঘোষণা করলেন। এই বিভাজনের মধ্যেই ১৮৫৬ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হাসপাতালের স্টুয়ার্ডদের ইউনিফর্মের জামার হাতার দুপাশে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক ব্যবহার হতে থাকে। চিকিৎসা জগতে ক্যাডুসিয়াস প্রতীককে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এই বিরাট একটা ঐতিহাসিক ভুল।

১৮৭১ সালে মেরিন হাসপাতাল সার্ভিস-এর শিলমোহর হিসেবে ক্যাডুসিয়াস ছাপ ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৮৯ সালে এই দফতর ইউনাইটেড স্টেটস পাবলিক হেলথ সার্ভিস-এ রূপান্তরিত হয়।

১৯০২ সালে ইউনাইটেড স্টেটস আর্মির মেডিক্যাল শাখা সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল অফিসারদের ইউনিফর্মে ক্যাডুসিয়াস লোগো ব্যবহার করতে শুরু করে। ব্যবসায়ীদের চিহ্ন তঞ্চকতার প্রতীক, মৃতের আত্মাদের মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যাবার দন্ড ক্যাডুসিয়স প্রতীক হিসাবে ইউনিফর্মে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে অনেক চিকিৎসক প্রতিবাদ জানালেন। প্রতিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ১৯০২ সালের ২৮ জুন প্রকাশিত 'দি আর্মি অ্যান্ড নেভি রেজিস্টার'-এ আর্মির চিকিৎসকদের ইউনিফর্মে ক্যাডুসিয়স প্রতীক ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৈফিয়ত বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বলা হয় ক্যাডুসিয়স প্রতীকটি কোনওমতেই চিকিৎসাবিষয়ক প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

ক্যাডুসিয়স প্রতীকটির শুরু যে অর্থে সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত হয়েছে তা হল:

১) ক্যাডুসিয়সের মূল দন্ডটি ক্ষমতার প্রতীক

২) দন্ডের দুপাশের প্রসারিত ডানা পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার প্রতীক

৩) লাঠির গায়ে জড়ানো মুখোমুখি সাপ দুটি জ্ঞানের প্রতীক। আমেরিকার সেনা বিভাগের চিকিৎসকদের নিঃসন্দেহে উপরোক্ত গুণাবলী রয়েছে। তাই ক্যাডুসিয়াস প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ক্যাডুসিয়াস কোনওভাবেই চিকিৎসক ও চিকিৎসাসংক্রান্ত প্রতীক নয়।

কিন্তু ততদিনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে ফলে প্রতীকের অর্থ না জেনেই সর্বত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র বা বইয়ে দুটো সাপ জড়ানো ক্যাডুসিয়াস দন্ড জাঁকিয়ে বসে গেল। যুক্তি সাজিয়েও তাকে কেউ স্থানচ্যুত করতে পারলো না। ডানাওলা দন্ডের গায়ে দুটো সাপ জড়ানো ক্যাডুসিয়াস চিহ্ন চিকিৎসাবিষয়ক কাগজপত্রে ব্যবহৃত হবার বেশ কয়েক বছর পরে সার্জেন জেনারেল অফিসের এক গ্রন্থাগারিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ক্যাডুসিয়াস গ্রহণ করা এক বিরাট ভুল বলে তা বাতিল করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই আবেদন গ্রাহ্য করা হয়নি। ফলে ক্যাডুসিয়াস আজও চিকিৎসা জগতে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে।

আমেরিকার সেনাবাহিনীর প্রতীক ও পোশাক বিভাগের গবেষক ঐতিহাসিক এমার্সন জানান ১৯২৪ সালের এপ্রিল সংখ্যায় 'দি মিলিটারি সার্জন' এর 'প্রেস মেডিকেল' বিভাগে পূর্বপ্রকাশিত এক সমালোচনা পুনঃমুদ্রণ হয়েছিল। ওই নিবন্ধে লেখক পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে ক্যাডুসিয়াসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতীক হিসেবে গণ্য করার কোনও ঐতিহাসিক যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। সংশয়ের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও এটিকে ডাক্তারদের লোগো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

স্টুয়ার্ট এল টাইসন 'দি সায়েন্টিফিক মান্থলি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দি ক্যাডুসিয়াস' প্রবন্ধে লিখেছেন বাস্তবিক পক্ষে গ্রিক দেবতা হারমেস-এর দন্ডকে চিকিৎসকদের প্রতীকরূপে কখনও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ হারমেস হলেন ব্যবসায়ী, চোর মিথ্যাবাদী ও জুয়ারিদের পৃষ্ঠপোষক—চিকিৎসকদের নয়। তিনি হলেন রাস্তার হকার, হাইওয়ে, হাটবাজার ও ধনী ব্যবসায়ীদের দেবতা। মৃত মানুষদের আত্মাকে নিয়ে যাবার প্রতীক ক্যাডুসিয়াস দন্ড মড়া নিয়ে যাবার গাড়িতে লাগাবার উপযুক্ত চিহ্ন। এটি কোনওভাবেই ডাক্তারদের পেশা বা গাড়িতে লাগাবার লোগো হতে পারে না।

হারমেস এর ক্যাডুসিয়াস দন্ড নিয়ে তির্যক মন্তব্য এতেই শেষ হয়নি। লিউ ভ্যান অর্ডেন "Where have all the Heabers gone—A doctors Recovery Journey" প্রবন্ধে বলেছেন : আধুনিক চিকিৎসকদের সঙ্গে ভুলক্রমে ক্যাডুসিয়াস প্রতীক যুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি ক্যাডুসিয়াস চিকিৎসকদের পক্ষে বেমানান প্রতীক? চিকিৎসা পরিষেবা দেবার নামে রোগীর কাছ থেকে যে ভাবে শোষণ করা হচ্ছে, মুমুর্ষ রোগীর চিকিৎসার অজুহাতে যেভাবে বিরাট বহরের পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে অত্যাধিক টাকা আদায় করা হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে প্রতারণা তঞ্চকতা-ব্যবসার প্রতীক ক্যাডুসিয়াস চিকিৎসা ব্যবসায়ীদেরই উপযুক্ত প্রতীক।

ক্যাডুসিয়াস নিয়ে অনেক কথা বলা হল। এখন প্রশ্ন হল তাহলে চিকিৎসকদের সেবা ও শুশ্রূষার প্রকৃত প্রতীক কোনটি?

উইলিয়াম হাউব্রিচ এর মন্তব্য : চিকিৎসকদের পক্ষে উপযুক্ত ও মানানসই চিহ্ন হল 'রড অফ অ্যাসক্লেপিয়াস' যেখানে একটি দন্ডের গায়ে একটি সাপ জড়িয়ে আছে। এটি পেশাদার চিকিৎসকদের প্রতীক। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ৬২ শতাংশ চিকিৎসক 'রড অফ অ্যাসক্লেপিয়াস' কেই তাদের উপযুক্ত প্রতীক হিসেবে মান্য করে। ওই একই সমীক্ষায় প্রকাশ শতকরা ৭৬ জন চিকিৎসক ক্যাডুসিয়াস প্রতীক পছন্দ করেছেন। এই সমীক্ষায় চিকিৎসকদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম দল রোগীর সেবাকার্যে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসক। দ্বিতীয়দলে চিকিৎসার সামগ্রী বিক্রয় করা ব্যবসায়ী চিকিৎসক।

এই দু দলের মধ্যে সংযোগ ও সংশয় থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা জগতের ঐতিহাসিকগণ বিতর্কিক ক্যাডুসিয়াস চিহ্নের সর্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা মেনে নিয়েও 'রড অফ অ্যাসক্লেপিয়াস' কেউ স্বাস্থ্য ও সেবাশুশ্রূষার প্রতীক বলে মনে করেন।

সৌজন্যে : স্বাস্থ্যভাবনা মাসিক, মার্চ ২০১৫

ব্রেন টিউমার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আমাদের গোটা শরীর এমনকি মনের রিমোট কন্ট্রোল লুকিয়ে আছে 'ব্রেন'-এর অন্দরে। সেই 'ব্রেন'-এ যদি কোনওরকম সমস্যা দেখা দেয় যেমন ভয়াবহ ব্রেন টিউমার জাতীয় রোগ এর নাম শুনলেই যেন হাড় হিম হয়ে যায়, শিড়দাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা স্রোত নেমে যায়।

ব্রেন বা মস্তিষ্কে বিলিয়ন স্নায়ুকোষ আছে। স্নায়ুকোষগুলি শরীরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মস্তিষ্কে যোগাযোগ স্থাপন করে। মস্তিষ্কের বাঁদিক ও ডানদিকে অর্ধগোলাকৃতি অংশদ্বয়ের নাম সেরিব্রাম। মস্তিষ্কের পিছন দিকের অংশের নাম সেরিব্রামের অংশ। এই অংশ মানসিক চিন্তাভাবনা এবং স্মৃতি শক্তির উৎস। অন্যদিকে সেরিব্রাম গোলার্ধের ডানদিকের অংশ শরীরের বাঁদিক এবং সেরিব্রামের বাঁদিকের অংশ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের ডানদিককে। প্রতিটি গোলার্ধ চারটি ভাগে বিভক্ত এবং এগুলোকে 'লোব' বলা হয়। এই চারটি লোব হল ফ্রন্টাল লোব, প্যারাইটাল লোব, টেম্পোরাল লোব এবং অক্সিপিট্যাল লোব।

সেরিবেলাম থাকে মস্তিষ্কের পিছনের অংশে। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে এই অংশ। ব্রেন টিউমার বা মস্তিষ্কের টিউমার মূলত মস্তিষ্কের কোষ থেকেই সৃষ্টি হয়। শরীরের যে কোনও কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হলে তাকে টিউমার বলা হয়। এই টিউমার মূলত দু'ধরনের বিনাইন টিউমার এবং ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। বিনাইন অবস্থাতে অধিকাংশ মস্তিষ্কের টিউমারই সাধারণত মস্তিষ্কের যে অংশে অবস্থান করে সংলগ্ন স্নায়ুকোষে ছড়িয়ে যায় না এবং ক্ষতি করে না। এরকম টিউমার মস্তিষ্ক থেকে বিশেষ জটিলতায় না পড়লে বের করে আনা যায়। অন্যদিকে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এরকম টিউমার ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের অন্য কোষে বিস্তৃতি লাভ করে এবং সমস্যা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে।

ফ্রন্টাল লোব টিউমার—মস্তিষ্কের বিভিন্ন দিকের নামের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারের টিউমারের নামকরণ করা হয়। ফ্রন্টাল অংশে সৃষ্ট টিউমারকে ফ্রন্টাল লোব টিউমার বলা হয়। যখন মস্তিষ্কের সম্মুখভাবে টিউমার হয় তখন রোগীর ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হতে থাকে। চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধির স্বাভাবিক গতিতে ব্যাঘাত হয়। চলতে কষ্ট হয়, ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শরীরের কোনও দিকে দুর্বলতা অনুভব করেন। এমনকি ঘ্রাণশক্তিও লোপ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। রোগীর কথা বলতে বা শুনতে অসুবিধা হয়।

প্যারাইটাল লোব টিউমার—প্যারাইটাল লোব টিউমার হলে রোগীর কথা বলতে অসুবিধা হয়। এরকম রোগীর শরীরের একদিকে দুর্বলতা অনুভব করেন। মস্তিষ্কের ওপরের অংশের টিউমারই হল প্যারাইটাল লোব টিউমার।

অক্সিপিট্যাল লোব টিউমার— এই টিউমার হয় মস্তিষ্কের পিছনের অংশে। এরকম রোগীর দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটে। চোখে একটা জিনিসকে দুটো দেখায়। প্রথম অবস্থায় রোগী বিশেষ কষ্ট অনুভব করেন না, যদিও পরবর্তীতে চোখ পরীক্ষা করলে সহজেই ধরা পড়ে।

টেম্পোরাল লোব টিউমার— টেম্পোরাল লোব টিউমার হলে আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। রোগীর ভয় পাওয়া, তীব্র গন্ধ অনুভব করা ইত্যাদি টেম্পোরাল লোব টিউমারের অন্যতম কারণ। এজন্য কথোপকথনে ব্যাঘাত ঘটে এবং স্মৃতিভ্রষ্ট হলে রোগী হঠাৎ মৃগী রোগেও আক্রান্ত হতে পারে।

সেরিব্রাল টিউমার : এই টিউমার হয় মস্তিষ্কের নীচের অংশে। এ ধরনের রোগীদের চলাফেরাতে অসুবিধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা বেড়ে যায়। চোখ কাঁপতে থাকে আর বমিও হতে পারে।

ব্রেনস্ট্যাম টিউমার : এই টিউমার হলে চলতে ফিরতে অস্থিরতা ভাব লক্ষ্য করা যায়।

পিটুইটারি টিউমার : পিটুইটারি টিউমারের ফলে হরমোনের সমস্যা দেখা যায়। মহিলাদের এই টিউমার হলে মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যায়। কখনও মাসিক বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই লক্ষণগুলো থাকলেই যে মস্তিষ্কের টিউমার বলে যতক্ষণ প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে ডাক্তারের কাছে আসলে সেরে ওঠার সম্ভাবনা অনেকটাই, একথা রোগীর মনের জোর অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে।

চালুয়াড়ি গ্রামের নানা ঐতিহ্য আজও গর্বিত করে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

যাওয়া আসার পথে পথে

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার রোডের ফতেপুরে পৌঁছাতেই অনেক দেরি হয়ে গেল। এদিকে শীতের সন্ধ্যা, তার ওপর চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এর মধ্যে বাসস্ট্যান্ডে আবার দেখা হল এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। ও অনেকক্ষণ কথা বলল। ততক্ষণে, চালুয়াড়ি যাওয়ার সব অটো চলে গিয়েছে। এই গ্রামে যাব, অলক্ষ্মী বিদায়ের অনুষ্ঠান দেখতে। ওখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি। কিন্তু যাব কীভাবে তাই চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময় আমার দেরি দেখে চালুয়াড়ির সেই বন্ধু দীপ্তেশ, দীপ্তেশ মন্ডল ফোন করল। ওকে না বলেই নিজে কিছু একটা ব্যবস্থার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু সে সুযোগ মিলল না। দীপ্তেশ বলল, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ওখানেই যেন থাকি। একটা গাড়ি আমাকে ওখান থেকে নিয়ে যাবে। খানিকটা বিব্রত হলাম। কিন্তু দীপ্তেশ নাছোড়বান্দা।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর একজন এসে আমাকে ডাকলেন। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের শরীরও যেন দেখতে পাচ্ছি না। অথচ সেই মানুষটার পেছন পেছন আমি হাঁটছি। খানিকটা গিয়ে একটা গাড়িতে তিনি উঠতে বললেন। উঠে পড়লাম। আমি মাঝের সিটে। পাশে একজন। কেউ কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তবে গাড়ির পেছনের সারিতে আরো দু'-একজন বসে আছেন বুঝতে পারছি, তাঁদের কথা শুনে। যিনি ডেকে আনলেন, তিনিও পেছনে উঠেছেন। গাড়ি চলছে। আমার পাশের জন জিজ্ঞাসা করলেন,

– আপনি দীপ্তেশের বাড়ি যাবেন?
– হ্যাঁ। উত্তর দিলাম।
– দীপ্তেশ আপনার কত দিনের বন্ধু?
– তা বছর কুড়ি হবে।

এইভাবে আরো দু-একটা উত্তর দেওয়ার পর ভদ্রতা করে বললাম, আপনাদের খুব অসুবিধায় ফেললাম। ভদ্রলোক বললেন, 'একেবারেই না। আমরা তো ওদের বাড়িতেই যাব। এক্ষেত্রে আমাদের কোনো অসুবিধার ব্যাপার নেই।' এইভাবে আরো খানিকক্ষণ কথা চলতে চলতেই গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল একটা কলগোড়ায়। পাশের সেই ভদ্রলোক বললেন, চলুন। এটাই দীপ্তেশের বাড়ি। ওদের বাড়ি আগেও এসেছি, তবে সেটা অনেক আগে। তাই এবার খানিকটা নতুন নতুন ঠেকল। যাকগে, দীপ্তেশদের বাড়ির দাওয়ায় উঠে পড়লাম। গাড়ির সেই ভদ্রলোকও বসলেন দাওয়ায় পাতা বেঞ্চে। এতক্ষণে ওঁকে দেখলাম। বছর চল্লিশের সৌম্যকান্তি চেহারার মানুষটি বেশ জমিয়ে নানা বিষয়ে গল্প করলেন। এলাকার সমাজ-অর্থনীতি নানা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আমার চোখ এড়াল না। আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি উঠে পড়লেন। যাওয়ার সময় দীপ্তেশদের বলে গেলেন, আমাকে যত্ন করতে। আমি আর একবার বিব্রত হলাম।

দীপ্তেশ তাঁকে খানিকটা এগিয়ে দিল। ও ফিরে আসতে জানতে চাইলাম, ভদ্রলোক কে? দীপ্তেশ বলল, 'ও বলেনি?' বললাম, না। বলল, 'ও মানবেন্দ্র, মানবেন্দ্র মন্ডল, আমার ভগ্নীপতি।' বললাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাপরিষদের সহ সভাপতিরও এই এক নাম। দীপ্তেশ বলল, 'ওই তো সহ সভাপতি।' বললাম, সে কি? একবারও উনি সেকথা জানতে দেননি তো! আশ্চর্য হলাম। কোনো অহংকার নেই। এতটাই বিনীত মানুষটা! একবারও তাঁর আচরণে বুঝতে দেননি, তাঁর ক্ষমতার পদ। কোথাও দেখতে পাইনি তাঁর দম্ভ। ২০১২ সালে অক্টোবর মাসে এইভাবেই শ্রদ্ধা দিয়ে শুরু হয়েছিল আমার চালুয়াড়ি দেখা।

পরের দিন সকালে দীপ্তেশের সঙ্গে বেরোলাম গ্রামের পথে। কলকাতা-ডায়মন্ড হারবার রোডে ফতেপুর থেকে চার কি.মি গেলে এই গ্রাম – চালুয়াড়ি। ১৯৬২ সালের আগে কালীঘাট-ফলতা রেলওয়ে (কেএফআর) এই দিক দিয়ে গেছিল। শিবানীপুর স্টেশনে নেমে এখানে আসতে হত। ১৯৬২ সালে এই লাইন উঠে গেছে। স্টেশনটা এই গ্রাম থেকে চার কি.মি দূরে ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা ব্লকের চালুয়াড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চালুয়াড়ি গ্রামের ইতিহাসটাই খুব উজ্জ্বল। সে যাত্রাই হোক কিংবা লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্প, স্বাধীনতা সংগ্রাম – যেন কোনো বিষয়েই চালুয়াড়ি পিছিয়ে নেই।

চালুয়াড়ি গ্রামে যাত্রার রমরমার কারণটা এখানকার ইতিহাসেই আছে। আগে এখানে 'গোবিন্দ আশ্রমে' মুকুন্দ দাসের অনুকরণে স্বদেশি যাত্রা হত। স্বদেশি যাত্রার প্রভাবে বিদেশি জিনিস বর্জনও শুরু হয়েছিল এখানে। এই গ্রামের ভূমিপুত্র আইনজীবী লেখক প্রভাসচন্দ্র মন্ডল তাঁর লেখা একটা বইতে লিখেছেন, 'অধীর নাটুয়ার মুখ থেকে শোনা যায়, তিনি যাত্রাদলে বিবেক-এর গান করতেন-সেই স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁদের কাছে যাত্রা করার জন্য ডাক আসতো, এঁরাও যাওয়া আসার গাড়ি ভাড়া নিয়ে সেই সব জায়গায় যেতেন। গ্রামের অন্যতম প্রবীণ ব্যক্তি

নলিনী ঘোষ জানান যে তিনিও স্বদেশি যাত্রা করেছেন। তবে তিনি অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।' (আমার গ্রাম চালুয়াড়ী – চেতন কেন্দ্র-গোবিন্দ আশ্রম- অতীত ও বর্তমান) এই গ্রামেই থাকতেন বিখ্যাত যাত্রা শিল্পী শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০৫ সালে মারা যাওয়ার আগে নট্য কোম্পানি ছাড়াও কলকাতার বহু বড় বড় দলে অভিনয় করেছেন। 'খোঁড়া বাদশা', 'অভিনয় নয়', 'পালকি চলেরে' প্রভৃতি পালায় অসাধারণ অভিনয়ের জন্য তাঁর খ্যাতি সর্বত্র। এছাড়াও এই গ্রামে যাঁরা অভিনয় করেছেন বা বর্তমানে করেন তাঁরা হলেন, প্রয়াত মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ মন্ডল, পঙ্কজ হালদার প্রমুখ। যাত্রায় একসময় পুরুষরাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। এঁদের 'রড ফিমেল' বলত। এখানে রড ফিমেল-এর জন্য নামডাক ছিল বলাই বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ মন্ডল প্রভৃতির।

শুধু যাত্রা নয়, বেহালার ছড়ি তৈরির জন্যও এই গ্রামের খুব নামডাক। 'সারা ভারতে এখানেই একমাত্র এই কাজ হয়।' বলছিলেন, এখানকার ছড়ি শিল্পী মোহনচন্দ্র মন্ডল। এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা দরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে মোহনচন্দ্রের বুক গর্বে ভরে যায়। মোহনচন্দ্র ছাড়াও, মতিলাল মন্ডল, মুক্তারাম মন্ডল, মাণিকচন্দ্র মন্ডল, দুলালচন্দ্র মন্ডল, কমলকুমার মন্ডল প্রভৃতি মিলে প্রতি মাসে এখানে প্রায় তিন হাজার ছড়ি তৈরি করেন। বেহালার ছড়ি তৈরি হয় বলে এই পাড়া 'ছড়িদার পাড়া' নামে পরিচিত। এখানকার ছড়ি যায় কলকাতার নানা জায়গায়। ওখান থেকে আবার যায় অন্যত্র। একশ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন দামের ছড়ি বিক্রি করে মোহনচন্দ্র মন্ডল বছরে আনুমানিক দেড় লাখ টাকার ব্যবসা করেন। ছড়ি বানানোর জন্য কাঠ আসে স্থানীয় শিরাকোল, আমতলা প্রভৃতি জায়গা থেকে। শাল, কপুর, ভোলা প্রভৃতি কাঠ থেকে ছড়ি তৈরি হয়।

ছড়ি শিল্পের সমস্যা বলতে গিয়ে মোহনচন্দ্র বলেছিলেন, 'ব্যবসা ঠিকমতন চালানোর জন্য আরো পুঁজি দরকার। সেইজন্য ব্যাঙ্ক লোন দরকার। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে লোনটা কিভাবে পাব তাই জানি না। পুঁজি না পেলে কাজ টিকিয়ে রাখা মুশকিল।'

এইভাবে কাজ টিকে নেই অন্য শিল্পীদেরও। যেমন চালুয়াড়ির চারটি পরিবার কুমোরের কাজ করেন। কিন্তু আগে আরো অনেক বেশি শিল্পী মাটির হাঁড়ি, কলসী বানাতেন। অশোক পাল, গৌতম পাল, কচিরাম পাল, সনাতন পাল প্রভৃতিরা হাঁড়ি, কলসী, ম্যাজলা, প্রদীপ, ইতু ভাঁড়, পাখির ভাঁড়, দেবী ঘট এককথায় 'কুচোর মাল' তৈরি করেন এখন। কিন্তু আগে এখানে মাটির পুতুলও তৈরি হত। সেই কথা বলতে গিয়ে আশি ছুঁই ছুঁই শঙ্কর পাল আবেগপ্রবণ হন। বলেন, 'বাবা ধীরেন পাল মাটির পুতুল বানাতেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, হাতি, ঘোড়া তৈরি করতেন। আমিও একটু বড় পুতুল তৈরি করেছি। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর সেইসব কাজ বন্ধ।' ধীরেন পাল প্রায় ষাট বছর আগে মারা গেছেন।

শঙ্কর বাবুর আক্ষেপ, 'মাটি ঘাঁটতে হয় বলে কুমোররা আর নিজেদের জাত পেশায় আগ্রহ দেখান না। অথচ কুমোরদের কাজে ঐতিহ্য আছে।'

কী সেই ঐতিহ্য? শঙ্কর বাবু এবার চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেন। ঐতিহ্যের প্রাচীন কাহিনী বলতে শুরু করেন। সৃষ্টির সময় একটা নারী পুতুল তৈরি হল। আর সেই পুতুলে ব্রহ্মা প্রাণ দিলেন। কিন্তু একটা নারী পুতুলে তো সৃষ্টি হবে না। দরকার পড়ল আর একটা পুরুষ পুতুলের। আর সেই পুরুষ এবং নারী পুতুল অর্থাৎ পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনে তৈরি হল সমাজ। অর্থাৎ পুতুল থেকেই মানুষ তৈরি হল।

এদিকে মহাদেব ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর বিয়ের আয়োজন হল। বিয়ের উপাচার – বিয়ের ভাঁড় দরকার। একজন বিয়ের ভাঁড় তৈরি করলেন – তাঁর নাম দেওয়া হল রুদ্র পাল। মাটির কাজ করতে দরকার পড়ল চাক। নারায়ণ বললেন, হাতের চক্রটা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এতে তো পৃথিবীটা রসাতলে যাবে। তবে ওটা যদি শুধু 'না'-এর ওপর ঘুরে তবে পৃথিবী ধ্বংস হবে না। 'না' মানে নাভি। এইভাবে কুমোরদের চাক তৈরি হল।

এখন শঙ্কর পালের মুখে ক্লান্তি। কিন্তু খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ১৯৭৮ সালে চালুয়াড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। শুধু কুমোররা নয় বদলে গেছে গ্রামটাও। বলছেন সেই কথা। 'আগে আমরা অন্য দলের সদস্যদেরও সম্মান করতাম। একসঙ্গে চা খেতাম, গল্প করতাম। মতের মিল না হলেও মনের মিল ছিল। আর এখনকার কথা কী বলব? বিরোধীদের কোনো সম্মান নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন শঙ্কর।

শঙ্করের দীর্ঘশ্বাস শুসে নেয় এই গ্রামের লোক ঐতিহ্য। এখানেই ছিল তরজার কিংবদন্তী পুরুষ গোলাম রসুল মল্লিকের বাড়ি। অভাবের চোটে এখন তাঁর বাড়ির লোকেরা খুব অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। কোনোদিন খাবার জোটে, কোনদিন জোটে না। গ্রামের মানুষেরা বলছেন, 'এতবড় শিল্পীর পরিবারের জন্য কি সরকারি কোনো সাহায্য পাওয়া যেতে পারে না?' গ্রামের মানুষেরা বিশিষ্ট এই তরজা শিল্পীর পরিবারের জন্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে যোগাযোগের কথা ভাবছেন। তাঁরা আশা করছেন হয় তো কোনো রাস্তা মিলবে। সেই রাস্তাতেই আমরা আরো এগোতে থাকি।

মাঙ্গলিকী

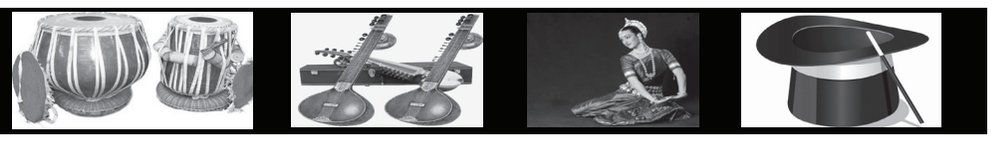

৯–এ পা সমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা 'শব্দকিরণের'

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনাই থেকে প্রকাশিত, সমরজিৎ চক্রবর্তী সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'শব্দকিরণ' এ বছরে নবম বছরে পৌঁছে গেল। তাই সাম্প্রতিক ১টি সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠান হয় জীবনানন্দ সভাগৃহে। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করে ঋষিণ মিত্র, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, পূর্বা মুখোপাধ্যায়, তাপস চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকের হাতে প্রথম পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে বরণ করে নেওয়া হয়। অতি উষ্ণ ভাষণে সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান সঞ্চালক তথা পত্রিকার সম্পাদক সমরজিৎ চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সঙ্গীত, 'চোখের আলোয়' পরিবেশন করলেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী। পত্রিকাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পত্রিকার প্রশংসা করে যাঁরা ভাষণ দিলেন তাঁরা হলেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন (পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি) বললেন, শব্দকিরণের সাফল্যের পিছনে কিন্তু প্রধান কান্ডারী হলেন সহ সম্পাদক পুষ্পা চক্রবর্তী। ডঃ বর্ধন ২০১৩তে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান সাংস্কৃতিক পরিব্রাজক হিসাবে। সেখানে আটলান্টায় সমৃদ্ধ বাঙালীদের মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা তাঁকে মুগ্ধ করে। ওখানে তিনি বাঙালীদের কাছে শব্দকিরণ পৌঁছে দিয়েছেন। ওখানকার বাঙালীদের কাছে শব্দকিরণ প্রশংসিত হয়। ঋষিণ মিত্র বললেন, শব্দকিরণের ভিতরে তিনি যেন নিজেকে খুঁজে পান—এই ধরনের উন্নতমানের পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলাভাষার সমৃদ্ধ চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। পরে শ্রী মিত্র তাঁর বিখ্যাত জেলবন্দী বিপ্লবীদের গানটি গাইলেন), পূর্বা মুখোপাধ্যায় (বাংলার শিক্ষিকা; বললেন তিনি প্রয়াস চালাচ্ছেন বাঙালী ছেলেমেয়েদের শুদ্ধ বাংলা শেখাতে), তাপস চট্টোপাধ্যায় (মানবাধিকারী কাজের মাধ্যমেই তিনি বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতে পৌঁছেছেন, একথা বললেন শ্রী চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে অক্লান্ত প্রয়াসের জন্যে তিনি ঋষিণ মিত্র, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের বিশেষ প্রশংসা করলেন) প্রমুখ। এদিন অতি বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সভায় শ্রীমতী সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য বললেন, শব্দ কিরণের এই অনুষ্ঠানে তিনি প্রকৃতই বাংলার মাটির গন্ধ পাচ্ছেন— অতি উজ্জ্বল ধারাবাহিক ভাবে শব্দ কিরণ পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য তিনি সমরজিৎ চক্রবর্তীকে অভিনন্দন ও আসরে তাঁকে আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ জানান। পরে শোনালেন তাঁর স্বরচিত দুটি মননশীল কবিতা, 'বোকা মেয়ে' ও 'আত্মশুদ্ধি'। অতঃপর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের হাত দিয়ে শব্দকিরণের সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল—মুহূর্তটি সকলের উষ্ণ করতালিতে মুখরিত হল।

এদিন যাঁদের কবিতা/ছড়া এই প্রতিবেদকের মন ছুল তাঁরা হলেন মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহেলী রায়, শ্যামল কৃষ্ণ দাস, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, ডাঃ রুপালি বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা মাজি, বিশ্বজিৎ সিনহা প্রমুখ। গানে আসর জমালেন দেবযানী সমাদ্দার, অদিতি রায় ও মাস্টার রণিত রায়। প্রিয়াঙ্কা হাজরার আবৃত্তি সকলের মন ছুঁল। সহসম্পাদক পুষ্পা চক্রবর্তী পাঠ করলেন তাঁর অতি তথ্যপূর্ণ মনোগ্রাহী নিবন্ধ, ''বাংলা ভাষার প্রথম সরকারি অনুবাদক''। অপরদিকে সুকুমার মন্ডল আসরকে কৌতুক রসে মজালেন তাঁর রম্যরচনা 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' পাঠে। জাদু নিয়ে একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ রচনা, 'মাদারিকা খেল' পাঠ করলেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আরও কবিতা পাঠে ছিলেন বিকাশ দাস, সুদীপ্ত হালদার, দেবনাথ পোড়ে, বিনয় ভড়, অর্ঘ্য রায়, সমীর বেতাল, আরতী দে, রুনুমালা ভড় প্রমুখ। এবারে অনুষ্ঠানে সুধীজনের উপস্থিতির হার আগের আগের অনুষ্ঠানের থেকে কম হলেও শব্দকিরণের এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটি ছিল আগের আগের অনুষ্ঠানের মতই উজ্জ্বল। অভিজিৎ বটব্যালের রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে (নাহি নাহি ভয়) আসরের সমাপ্তি ঘটল তখন ঘড়ির কাটা রাত্রি ৯টা পার হতে চলেছে...

অনুভূতি আয়োজিত ক্যান্সার স্ক্রিনিং শিবির

দিপা কর্মকার

বাইরে তখন ও মেঘলা আকাশ ঝিরঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে ঘরে তখন চুপচাপ ও নিস্তব্ধ পরিবেশ। ঘরের বেঞ্চে বসা স্বামীর মুখে চিন্তার বলিরেখা ও স্ত্রীর চোখ ছলছল যেন কোনও মতে এখান থেকে বেরোলেই হাফ ছেড়ে বাঁচেন।

আবার বছর ৩৮–এর মহিলা ঘাড়ের ব্যাথার সমস্যা নিয়ে এসে বিপাকে পড়েন। ডাক্তারবাবু কি যে বলেন কি যে বোঝান কিছুই মাথায় ঢোকে না তার। কোনও মতে সাহসে ভর করে না বলে সেখান থেকেই পালিয়ে আসেন। আবার কেউ তো রক্তপরীক্ষা হবে বলে আসে এখানে, কিন্তু ব্যাপরটা অন্যরকম দেখে কপালে হাত।

এমনই দৃশ্য চোখে পড়ল গত ১ জুন বুধবার রাজাপুর বাস্তুতলা এফপিস্কুলে। বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনেই অনুভূতি সেবাকেন্দ্রের আয়োজনে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় বিনামূল্যে স্ত্রীরোগ চিকিসা ও সারভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং শিবির আয়োজিত হয়। ৩০ –৬০ বছর বয়সী বিবাহিত মহিলাদের জন্য ছিল বিনামূল্যে এই শিবির। স্থানীয় নিম্নবিত্ত মহিলারা এই শিবিরের যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার জন্য ক্যানিং, রানিকুঠি, বাঘাযতীন, গড়িয়া–বহু স্থানীয় এলাকায় হ্যান্ডবিল, লিফলেট আবার প্রচার গাড়ির মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল কয়েক মাস ধরে। কিন্তু পরিণাম আশানুরূপ হয়নি বলে জানালেন অনুভূতি সেবাকেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা অমল কর্মকার। তিনি জানান যে সারভাইকাল ক্যান্সার এই শব্দটি সম্পর্কে স্থানীয় মহিলারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। তাই এই শিবিরে বিনামূল্যের স্ক্রিনিং ও স্ত্রী রোগ চিকিৎসার সুবিধা থেকে নিজদের বঞ্চিত করে রেখেছে।

শিবিরে উপস্থিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: মিতালী মুখোপাধ্যায় জানান যে সারভাইকাল ক্যান্সার একটি গুরুতর সমস্যা। আর এই ক্যান্সার হওয়ার কোনও পূর্বলক্ষণ নেই। তাই ৩০ থেকে ৬০বছর বয়সি সকল বিবাহিত ও ডিভোর্সী মহিলাদের উচিত অবশ্যই স্ক্রিনিং করিয়ে নেওয়া। দেখা গিয়েছে স্ক্রিনিং করে এই ক্যান্সারের স্টেজ ধরা পড়ে। প্রথম স্টেজ হলে খুব সহজেই এই রোগ নিরাময় করা যায়। তিনি আরও জানান যে তৃতীয় স্টেজে সারভাইকাল ক্যান্সারের কিছু লক্ষণ চোখে পড়লেও তখন আর কিছু করার থাকে না, কারণ ততদিনে ওই ক্যান্সারের ভাইরাস জরায়ুর ভিতরে ছড়িয়ে যায়। তাই এই ধরনের শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হল মূলত স্ক্রিনিং করানো যাতে প্রথম স্টেজেই ক্যান্সার ধরা পড়ে ও চটজলদি নিরাময় করা যায়।

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে এ যাবৎ ৪৫৪০০ জন রোগীর পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে ৪০০০ জন হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন শিবিরে পরীক্ষা স্ক্রিনিং করানোর আগে দরকার মহিলাদের এই বিষয়ে সচেতন করানো। কারণ এই সারভাইকাল ক্যান্সার শব্দটি ঘিরে অনেকের মনে ভয়, লজ্জা, দ্বিধা, দ্বন্ধ থাকে। প্রথমেই তা দূর করা দরকার। তাহলেই স্বাস্থ্য শিবিরে তাদের উৎসাহ চোখে পড়বে। আর যাদের নিয়ে এই শিবির তাদেরই উপস্থিতি না ঘটলে শিবিরের সার্থকতা কোথায়?

ভাবতেও অবাক লাগে দক্ষিণ কলকতার রাজাপুরের মতো এলাকায় মহিলারা নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কত উদাসীন ও অসেচতন। কলকাতার উন্নতি প্রযুক্তি, প্রচার মাধ্যম এমনকি 'বোকা বাক্সের' বাড়বাড়ন্ত থাকলেও মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি। খাদ্য–বস্ত্র–বাসস্থানের সাথে সাথে স্বাস্থ্য যে এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সে সম্পর্কে চাই পূর্ণ সচেতনতা ও প্রচার। আর এই প্রচারের কাজে অনুভূতি সেবা কেন্দ্রের মতো আরও সংস্থাকে পুনর্দমে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এই ধরনের শিবির প্রকৃতরূপে সার্থক হবে।

ভারত সরকারের রসায়ন ও সার প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম অহিরকে সংবর্ধিত করল ইনস্টিটিউ অফ কস্ট অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া। উপস্থিত ছিলেন সিএমএ মানস কুমার ঠাকুর, বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড–এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইএ সুব্রমনিয়াম, ইআইআরসি–র সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। –নিজস্ব চিত্র

শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অষ্টম হ্যালো কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি উত্তর কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ থিয়েটার হলে। কিছু শর্ট ফিল্ম প্রদর্শিত হল। মাত্র তিন মিনিট থেকে ২৩ মিনিটের দৈর্ঘ্যের। প্রধান বিচারক চন্দন দাস জানান যে প্রায় তিরিশটি ফিল্ম থেকে নির্বাচিত হয়েছে এই নয়টি ফিল্ম। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'এইডস' (কুনাল মণ্ডল, 'খোঁজ' (দীপঙ্কর দাস), 'শেষ ঠিকানা' (দিগন্ত চক্রবর্তী) ও 'গ্রে' (অমৃতাংশু চক্রবর্তী)। এই শর্ট ফিল্ম উৎসবের বিশেষ পুরস্কার প্রাপকরা হলেন—সেরা অভিনয় সোনু সরস্বতী দাস, অরিত্র নস্কর, সঙ্গীত ডাঃ অরূপ মিত্র, ক্যামেরা দিগন্ত চক্রবর্তী, এডিটিং দীপঙ্কর দাস, পরিচালনা অমৃতাংশু চক্রবর্তী। ফিল্ম 'গ্রে'। সেরা ভাবনা অমিত গুপ্ত (ফিল্মস্কোপ)।

হ্যালো কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্যোক্তা আশিস বসাক বলেন, যে বিগত আট বছর ধরে তারা বিভিন্ন নতুন প্রতিভাদের সামনে আনতে পেরেছে এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির মাধ্যমে।

পুস্তক আলোচনা

জ্ঞান ও চেতনা

(সম্পাদক–নমিতা মিশ্র) বৈশাখ ১৪২২ সংখ্যা—সংখ্যাটির প্রচ্ছদে কবি জ্ঞানদাসের রচনা থেকে কয়েকটি ছত্র প্রকাশ করা হয়েছে, সেটা পাঠকদের বাড়তি পাওনা। আগামী সংখ্যাগুলিতেও জ্ঞানদাসের আরও দোহার ও পয়ার প্রকাশ করার কথা পত্রিকা–র পরিচালন গোষ্ঠী ভেবে দেখতে পারেন। কবিতা ও ছড়া রয়েছে প্রচুর কিন্তু বাছাই হয় নি তেমনভাবে। সে কারণে পাঠ কালে মাঝে মাঝেই বিস্বাদ গ্রাস করে। উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন মদন ভড়, ভবানী প্রসাদ মজুমদার, বিপুল কুমার ঘোষ, প্রণবেশ সরকার, আরতি দে প্রমুখ। অরুণ ভট্টাচার্যের ছড়াটি চমকে দেয়। মিনু প্রধানের অণু কবিতা বোধহয় পরমাণুকবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, নতুনতর প্রয়াস বটে। একমাত্র অণু গল্পটি লিখেছেন সুকুমার মণ্ডল। দীপিকা ভট্টাচার্যের নিবন্ধ (নেতাজির জীবনে স্বামীজীর প্রভাব) সুলিখিত। সাহিত্য–চর্চার ছাড়াও পত্রিকাটি যেভাবে বিবিধ সমাজকল্যাণ মূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। ছবিগুলির ছাপা–র মান বড়ই করুণ, এদিকে বিশেষ নজর দরকার। অক্ষরবিন্যাসেও নিয়ন্ত্রণের অভাব অক্ষরের আয়তন যথেচ্ছভাবে ছোট বা বড় করা হয়েছে, এটাও পাঠকদের হয়রান করে। (পত্রিকার ঠিকানা–গ্রাম ও পো : মাসুন্দী, জেলা : বর্ধমান ৭১৩১২৯। ফোন : সঙ্গীতা মিশ্র ৯০৪৬১৫৬১৩৬, ভরত বৈদ্য : ৯২৩১৯১০৭৬৮)

স্পন্দন

(সম্পাদক–পার্থ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র–নজরুল সংখ্যা ১৪২২) কেবল কবিতার দৃষ্টিনন্দন পত্রিকা। প্রচ্ছদেই স্পর্ধিত ঘোষণা, কবিতা বিকিকিনির হাটের জিনিস নয়। মলাটের শেষ পাতাতেও ভরপুর কবিতা। পার্থ সেনগুপ্ত, স্বরূপ ভট্টাচার্য, শিবানী সোম, আশীষ দাশ, শর্মিলা মাজী প্রমুখের কবিতা উল্লেখযোগ্য। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের কলম থেকে উৎসারিত চমৎকার ছড়া পাঠকদের বড় পাওনা। ছাপা ভারি পরিচ্ছন্ন, বানান বিভ্রাট–ও নগণ্য (পত্রিকার ঠিকানা–১৪০/৩২/১ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪০। ৯৪৭৭০ ২২৫৪৬)

সহযোদ্ধা সাহিত্য পত্রিকা

(১৯ মে বাংলা ভাষা দিবস স্মরণ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা যুগ আহ্বায়ক, ঋষিণ মিত্র, শ্যামসুন্দর গুঁই) ১৯ মে ১৯৬১ সালে বরাক উপত্যকায় শিলচরে ভাষা–আন্দোলনের ১১ শহিদদের স্মরণে সংখ্যাটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। ভাষা–শহিদদের পরিচিত ও সংকলিত হয়েছে যা আমাদের অনেকেরই এতকাল অগোচর ছিল। ভাষা তথা বাংলা ভাষাকে নিয়ে একগুচ্ছ কবিতা রয়েছে। বনফুলের একটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ সময়োচিত। ভাষা–বিক্ষোভের কিছু দুর্লভ ছবিও ছাপা হয়েছে। সভাপতি নিত্যানন্দ দাসের নিবন্ধটি বাংলা ভাষার বর্তমান সংকটের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের কবিতা দুটি আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। (পত্রিকার ঠিকানা ১৪/৪ পাম এভিনিউ, বিভাবতী (দ্বিতল), কলকাতা ৭০০ ০১৯। ৯৪৩১০১৮০৯৯)

বিদগ্ধ বৈশাখ

(সম্পাদক–দীপঙ্কর বিশ্বাস রবীন্দ্র সংখ্যা ১৪২২) রবীন্দ্রনাথের প্রতি উৎসর্গীকৃত সংখ্যাটিতে স্বাভাবিকভাবে কবিগুরুর প্রতি প্রশস্তিমূলক একগুচ্ছ কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেগুলি কবিতা হয়ে উঠল কিনা সে প্রশ্ন তুলে লাভ কি, কবিগুরুর প্রতি আমাদের আবেগের প্রকাশের কাজটি তো হয়েছে। আজকের বিস্মৃতির যুগে এটি খুব জরুরি কাজ বৈকি। অতীশ দাশগুপ্তের নিবন্ধটি (রবীন্দ্রনাথের নাইট–হুড ত্যাগ...) তথ্য সমৃদ্ধ। ছাপা সুন্দর, ঝকঝকে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৫ পূর্বাচল, পো : ডানকুনি, জেলা : হুগলী ৭১২৩১১।ফোননং০৩২১২২৬০১৮৮/ ৯৯০৩৪০৯৭৭৫)

চয়নিকা

(মতিলাল পটুয়া–র কাব্য–সংকলন। প্রকাশক – সাহিত্যজগত, ৫৩/১/১ নীলমণি সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৯০, গ্রন্থ মূল্য ১০০ টাকা) কবির এটি দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কবিতা সঙ্কলনে সব ধরণের কবিতারই সহাবস্থান দেখা গেল। প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ–সচেতনতা এমন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা অধিকাংশ কবিতা। কিছু রোমান্টিক কবিতাও রয়েছে। উল্লেখ করার মত কবিতা তুমি কি সে, স্বপ্নের সিঁড়ি, বিনিময়, গণতন্ত্র, দৃষ্টি। এসবের মাঝে কিছু অণু কবিতারও ঠাঁই হয়েছে, রয়েছে একটি পরমাণু কবিতা।

অরূপ রতন

ঈশ্বর মনস্তত্ব

(ডঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী–র নিবন্ধ সংকলন—প্রকাশক : বুলবুল প্রকাশনী , ৬ মৌলভী লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬, গ্রন্থ মূল্য চল্লিশ টাকা) ঈশ্বর কি আছেন? এই চিরন্তন প্রশ্নটি লেখিকা ফের উস্কে দিয়েছেন। পর পর নিবন্ধগুলিতে পৃথিবীর সূচনাপর্বের কথা তথা মানুষের উদ্ভবের বৈজ্ঞানিক মতামত নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রহান্তরেও প্রাণের সন্ধানে বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের কথাও নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারতে সৃষ্ট চরিত্রগুলির আচরণ ও মনস্তত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু নিবন্ধগুলি সেই গভীরতায় প্রবেশের চেষ্টা করে নি। কয়েক লাইনের মন্তব্যে শ্রীরাম কিংবা শ্রীকৃষ্ণের কাজের দোষগুণ খোঁজার চেষ্টা বড়ই কঠিন। এই বিরাট মাপের চরিত্রের উপর আলোকপাতের বৃত্ত আরও ব্যপ্ত হওয়ার দাবি রাখে। ছাপার বিষয়ে অনুযোগ থেকে গেল। প্রচুর বানান ভুল, নিবন্ধ হঠাৎ শেষ হওয়া (পৃঃ ১২), ঈশ্বরকণা আবিষ্কারের সন তারিখে বেজায় গোলযোগ, পাতায় অক্ষরবিন্যাসের সুশৃঙ্খল মাপের অভাব, বইটি নির্মাণে অমনযোগীতার কথাই প্রমাণ করে যদিও এমন গম্ভীর বিষয়ের নিবন্ধের ছাপার ভুল ত্রুটির দিকে আরও নজর দেওয়ার দরকার ছিল।

মুসলিমার মুন্সিয়ানায় নারীপ্রগতি ধামাখালিতে

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

মুসলিমা। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। স্বল্প শিক্ষিত। অতি সাধারণ মুসলমান বাড়ির বৌ। বাড়ি ধামাখালি। থানা সন্দেশখালি। বেড়মজুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে জানলাম মুসলিমার লড়াইয়ের কাহিনি। শুনলাম, তিনি কেমন করে স্বনির্ভর দলের একজন সাধারণ সদস্য থেকে একাই সন্দেশখালি ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির আটটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আরপি (রিসোর্স পার্সন) হয়েছিলেন। 'আমার এলাকার স্বনির্ভর দলের আমিই প্রথম মুসলিম মহিলা সদস্য,' বললেন মুসলিমা।

– আপনার বাড়ি থেকে আপত্তি করেনি? আমি জানতে চাইলাম।

– আমার স্বামী ছাড়া, শ্বশুর বাড়ির সবাই প্রবল আপত্তি করেছিল। আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব, পাড়াপড়শি সবাই ছিঃ ছিঃ করত। বলত, বাড়ির বৌ ঘরের বাইরে নেচে বেড়াচ্ছে। এক দল পুরুষ নিয়ে পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস, ব্যাঙ্ক, টোঁ টোঁ করে ঘুরছে।

– আপনার তখন কী মনে হত?

– কষ্ট পেতাম ঠিকই। তবে, তাতে আমার মনোবল ভাঙেনি। বরং এতে আমার জেদ আরও বেড়ে গেল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের বোঝাতাম।

আমাদের স্বনির্ভর দলে যোগ দিতে হবে। স্বনির্ভর হতে হবে।

– কাদের কাদের বাড়িতে যেতেন?

– গ্রামের (ধামাখালি) সব বাড়িতে যেতাম। বারে বারে যেতাম। অধিকাংশই গরিব মুসলমান আর আদিবাসী। আমি যখন স্বনির্ভর দলের সদস্য হই, তখন বেড়মজুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে মাত্র ২০টা দল ছিল।

সুন্দরবনের ডায়েরি

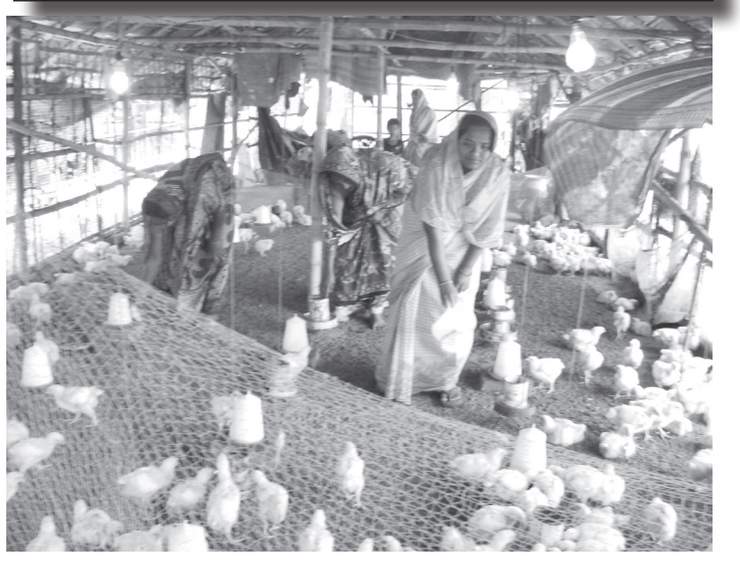

এখন ১৩০টা।

– কীভাবে এই সাফল্য এল? আমি জানতে চাইলাম।

– কুৎসা, অপবাদ, তিরস্কার, অপমান ইত্যাদি আগ্রাহ্য করে আমি কাজ করে যেতাম। আমার বাড়ির লোক (স্বামী) আমাকে উৎসাহ দিত। বলত, গরিবের জন্যে কাজ করলে আল্লা তার মঙ্গল করে।

মুসলিমা কী ভাবে পারিবারিক ও সামাজিক বাধা অতিক্রম করে পর্দাসীন মহিলাদের স্বনির্ভর দলে এনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সামিল করলেন, সেই কাহিনি শোনালেন। আমি চমকিত হলাম। আমি বললাম, নিয়ে চলুন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজকর্ম দেখাতে।

– আসুন আমার সঙ্গে। মুসলিমা বললেন আমি মুসলিমাকে অনুসরণ করলাম। স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম দেখতে লাগলাম।

স্বনির্ভর দলের কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাছচাষ, সব্জিচাষ, ধানচাষ, হাঁস–মুরগি, গরু, ছাগল, শুয়োর পালন, পল্ট্রি, জরির কাজ ইত্যাদি। দেখে মনে হল, সদস্যদের মধ্যে উন্নয়নের তারতম্য থাকলেও, সকলের কিছু না কিছু আর্থিক উন্নয়ন যে ঘটেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কথায়, একজনের আয়, খুব কম করে, পাঁছ থেকে ছয় হাজার টাকা। যাঁরা ভালো রোজগার করেন, তাঁদের আয় মাসিক দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা। প্রত্যেক পরিবার দু'বেলা খেতে পায়। শৌচাগার সহ মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে। দু'চার ঘর বাদে সদস্যদের প্রত্যেকের বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে। যাঁদের নেই, তাঁরা সৌর আলো ব্যবহার করেন। মোবাইল তো ঘরে ঘরে। একটা তো আছেই, কোনও কোনও বাড়িতে দু – তিনটে। প্রতিটি বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এখন স্কুলে যায়। দলের সদস্যরা এখন অসুখে বিসুখে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য অর্জন করেছেন।

স্বনির্ভর দলের একজন সদস্য বললেন, যৌথ উদ্যোগে এবং মুসলিমার নেতৃত্বে স্বনির্ভর দলের প্রতিটি সদস্য আজ স্বাক্ষর। তিনি আরো বললেন,

প্রতিটি দলের কাজকর্ম, সুবিধা–অসুবিধা, ভালো–মন্দ সবই মুসলিমার নখদর্পণে। দলের সকল সদস্যের কাছে, পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে, মুসলিমার বাড়ি অবারিত।

মুসলিমার সাংগঠনিক দক্ষতা, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলার মানসিকতা পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও. অফিস এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সমীহ আদায় করেছে।

মুসলিমা যখন আমাকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক বয়স্ক মুসলমান এসে বললেন, আমি তোমার বাড়ি থেকে আসছি।

– কেন? মুসলিমা জানতে চাইলেন।

– আমার ছোটো বৌমা তোমার সঙ্গে কবে দেখা করবে?

– আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে না। রবিবার বিকেল চারটের সময় মুন্ডা পাড়ায় আসব। মিটিং আছে। মিটিং সেরে ফেরার সময় ছোটো বৌমার সঙ্গে দেখা করে যাব।

– ঠিক যাবে তো?

– হ্যাঁ হ্যাঁ যাব। কোন চিন্তা নেই। মুসলিমা বললেন।

বৃদ্ধ চলে গেলেন। তারপর একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব মুসললিম মহিলা একটু চাপা কর্কশ স্বরে বললেন, এখন তো মুসলিমাকে দরকার! তাকে অনেক কুৎসা শুনতে হয়েছে, তখন তার পাশে কাউ ছিল না। এখন যে মুসলিমার সই ছাড়া ব্যাঙ্কের বাবুরা টাকা দেয় না। কাজেই তখন নিন্দেমন্দ করলেও, এখন যে তার সাহায্য লাগবে। ভদ্রমহিলা একটানা কথাগুলো বলে গেলেন। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে স্বনির্ভর দলগুলোকে ঋণ দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্র মুসলিমা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের মুখ্য সহায়ক। সেকারণে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলিমার সুপারিশ ব্যাঙ্কের কাছে খুবই গুরুত্ব পায়।

অনুষ্ঠিত হল থার্ড আই ১৬তম ভিসুয়াল আর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ''দেখা না দেখায় মেশা হে''—এইশিরোনামে সম্প্রতি এক সপ্তাহ ধরে থার্ড আই ১৬তম ভিসুয়াল আর্ট উৎসব অনুষ্ঠিত হল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে। ভারতবর্ষে প্রথম ও একমাত্র ফটোগ্রাফি উৎসবের অন্যতম তিনটি আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত শিল্পী সনাতন দিন্দা'র বড় আকারের ইনস্টলেশন আর্ট, বিশিষ্ট ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরীর বেশ কিছু ভাস্কর্য এবং ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলোচিত্র শিল্পী অতনু পাল সহ থার্ড আই সদস্যদের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, পপুলার ফোটোগ্রাফিসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত। পুরস্কৃত ও গৃহীত আলোকচিত্রের বড় মাপের আর্কাইভাল ক্যানভাসের সহাবস্থান। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন থার্ড আই এর কর্ণধার অতুন পাল, শিল্পী সনাতন দিন্দা, তবলা শিল্পী মল্লার ঘোষ, চিত্রকর দেবব্রত চক্রবর্তী, যাদবপুর ফিল্ম স্টাডিজের সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র চিত্র প্রদর্শনীটি সকলের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল।

সরস্বতী সম্মান ২০১৫

ইন্দ্রজিৎ আইচ

রাগা মিউজিক কোম্পানী সম্প্রতি ICCER এ আয়োজন করেছিল সরস্বতী সম্মান ২০১৫। দ্বিতীয় বর্ষে এই সরস্বতী সম্মানে ভূষিত হলেন বাংলা সংগীতের জগতের দুই কিংবদন্তী শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা ও পূর্ণদাস বাউল। এই অনুষ্ঠানে বেস্ট সেলার এর সম্মান পেলেন ক্যাকটাস ব্যান্ডের সিধু, আমি ও কাদম্বরী সিডির দিবস ও রজনীর জন্য ইন্দ্রানী সেন, বেস্ট মিউজিক কমপোজার কল্যাণ সেন বরাট, শ্রেষ্ঠ কবি অ্যাওয়ার্ড সুবোধ সরকার ও শুভ দাশগুপ্ত এনারা সকলে সম্মানিত হলেন রাগা মিউজিক থেকে। সম্মান তুলে দেন কলকাতা পুলিশের সন্ধি মুখোপাধ্যায়, রাগার কর্ণধার প্রেম গুপ্তা সহ আরো অনেকে, ছিলেন রাগা মিউজিকের CEO শ্বেতা গুপ্তা, সঞ্চালনায় ছিলেন শম্পা বটোব্যাল, সমগ্র অনুষ্ঠানটি এক কথায় অনবদ্য হয়ে ওঠে।

চিলি শামুকে পা কাটল আর্জেন্টিনার

মসিহা হয়ে উঠতে পারলেন না মেসি

কমল নস্কর

পেলে পারেননি, মারাদোনা ব্যর্থ হয়েছেন, অসফল জিকোর মতো প্রবাদপ্রতীমরাও। এদের সঙ্গে এক সারিতেই জুড়ে গেল বর্তমান কিংবদন্তী লিওনেল মেসির নাম। সদ্য শেষ হওয়া কোপা আমেরিকা আর ঘরে তোলা হল না তার। ফুটবল বিশ্বে সেভাবে কুলীন না হয়ে ওঠা চিলি ড্যাং ড্যাং করে কোপা আমেরিকা জিতে নিয়ে গেল। তাও কিনা এই মুহূর্তে ফুটবল দুনিয়ার অন্যতম সেরা তারকা মেসির সামনে দিয়ে। আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলের মতো

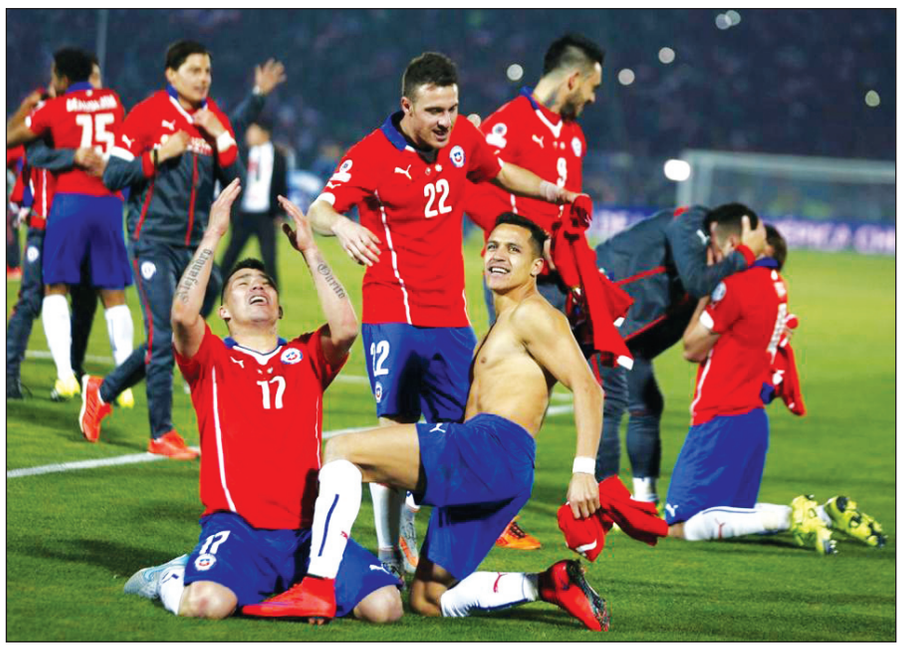

বিশ্বের অন্যতম সেরা দলগুলির এই হাল কেন? অথচ বিশ্বকাপের আসরে এই লাতিন আমেরিকার মেক্সিকো, চিলি, প্যারাগুয়ের হাল হয় অনেকটা কলকাতা ময়দানের এরিয়ান, রাজস্থান কিংবা ভাতৃ সঙ্ঘের মতো। যাদের ধরে ধরে হারায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ফ্রান্সরা।

কেন বড় টিমগুলি কোপা আমেরিকায় এইভাবে ব্যর্থ হয়। ইউরোপেও তো বড় আসর বসে। যা ইউরো কাপ নামে আমাদের কাছে পরিচিত। সেখানে তুলনামূলকভাবে বড় টিমের সাফল্য অনেক বেশি। মাঝেমধ্যে গ্রিসের মতো দেশ ইউরো কাপ জেতেনি তা নয়। তবে লাতিন আমেরিকায় বড় দলের যে করুণ অবস্থা লক্ষিত হয় কোপা আমেরিকাতে সেদিক থেকে ইউরোপ অনেক এগিয়ে। যদিও কোপা জিতলেও লাতিন আমেরিকার এই তথাকথিত ছোট দেশগুলি বিশ্বকাপের আসরে পাদপ্রদীপে আসতেই পারে না। একমাত্র বিশ্বকাপ শুরুর সময়টা অর্থাৎ সেই ১৯৩০ এবং ১৯৩৪ সালে উপর্যুপরি দুবার বিশ্বকাপ জিততে সক্ষম হয়েছিল লাতিন দেশ উরুগুয়ে। এরপর আশির দশকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নেহরু গোল্ড কাপে এখানকার ফুটবলপ্রেমীরা উরুগুয়ের ফুটবল জাদু প্রত্যক্ষ করেছেন ফ্রান্সিসকোলি, র‍্যামোস, রডরিগজদের মাধ্যমে। তাও ওই তারকারা দেশের ঘরে বিশ্বকাপ আনতে পারেনি কখনই। ওই প্রথম দুবারের জুলে রিমে জেতা দল হিসেবে রেকর্ড বইতে নামটা থেকে গিয়েছে এই যা। এবারে চিলির বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবল ভক্তদের মন কাড়লেও আগামী দিনে হয়তো হারিয়ে যাবেন ফুটবল স্কোপ থেকে। এটাই লাতিন আমেরিকার ভবিতব্য হয়ে থেকেছে যুগ যুগ ধরে। আবার সাময়িক খরা কাটিয়ে ব্রাজিল বা এবারের রানার্স আপ আর্জেন্টিনা হয়তো ফের বিশ্বকাপে দাপাবে ইউরোপের দেশের সঙ্গে সমানতালে। কিন্তু একদা ইউরো চ্যাম্পিয়ন গ্রিসের মতোই এবারের কোপা জয়ী চিলি হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে।

তাও ফুটবল বইতে এবারের কোপা আমেরিকা অন্তর্ভুক্ত হবে চিলির আগমনী গেয়ে। একইসঙ্গে আর্জেন্টিনার পতনের খবরও লেখা থাকবে গোটা গোটা অক্ষরে। সত্যি লিওনেল মেসির নাম ফুটবল বিশ্বের কক্ষে কি জায়গা করে নেবে ট্র্যাজিক হিরো হিসেবে। গত বিশ্বকাপের কথাই ভাবুন না। গোটা টুর্নামেন্টে অনবদ্য খেলেও ফাইনালে সেই দুর্ভাগ্যের গেরো তাড়া করে মেসি এবং আর্জেন্টিনা। বিশ্বজয়ী হয় জার্মানি। জার্মানির কাছে পরাজয়টা তাও মানা যায়। সহ্য করা যায় না চিলির মতো দলের কাছে কোপা আমেরিকার হার। যা আগামী বছরগুলিতে নিঃসন্দেহে কাঁটার মতো বিঁধবে মেসির বুকে। মারাদোনা তাও বিশ্বকাপ দেশে আনতে পেরেছেন। মেসির তো তাও জুটল না। যতই ক্লাবের হয়ে স্পেন কাঁপান না কেন, লিওনেল মেসিকে দাগা দেবেই দেশের হয় সাফল্য না পাওয়া।

মেয়েদের হকির বড় বাধা দারিদ্রতা ও পরিকাঠামোহীনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেলাধূলার জগতে মেয়েরা স্বীয় বৈশিষ্ট্যে জ্বাজল্যমান তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যন্ত গ্রামেরই হোক বা শহরের। রাজ্যের তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে মেয়েরা খেলার জগতে। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা নিজেদের প্রতিভাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এমনও কিছু মেয়ে আছে যারা নিজেদের প্রতিভাকে প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে না বিভিন্ন সমস্যার কারণে। এমনই এক দল হল বেঙ্গল ফিমেল হকি টিম অর্থাৎ বাংলার মহিলা হকি দল। বর্তমানে এই দল এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে উঠে আসা মেয়েরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু তাদের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে চরম দারিদ্রতা। 'প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েও লড়াই করে চলেছি।

আমাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। তবেই যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পাব।' এমনই বক্তব্য পূজা, অঞ্জলিদের। বললেন ''আমাদের খেলার সরঞ্জাম কেনার মতো ক্ষমতা নেই। বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। নিয়মিত কোচিং ক্যাম্প হয় না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হকি ম্যাচ অনেক কম হয়। সাইতে পে অ্যান্ড প্লে স্কিমে প্র্যাকটিস করা অনেক খরচ সাপেক্ষ। একটা চাকরি হলে খেলাও চালাতে পারি আবার সংসারের হালটাও ধরতে পারি।'' মত প্রায় সকলের।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক খালেদ হুসেন জানান, ''মেয়েদের হকি আগের তুলনায় অনেক উন্নতি করেছে। কিন্তু খেলার মান ভালো নয়। ম্যাচও কম হয়। এই সমস্যার বড় কারণ হকির মেয়েরা অনেক দূর থেকে আসে তাদের থাকার বা পোশাক বদলাবার জন্য কোনও ব্যবস্থা বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের নেই। অন্যের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে পুরোটাই অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়না। তাই মেয়েদের ম্যাচও বেশি করতে পারা যায় না। কোচিং ক্যাম্পও রেগুলার করা যায় না। আর্থিক দিক থেকে বিএইচএ স্বচ্ছল নয়। সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। অবরসপ্রাপ্ত হকি কোচ সন্ধ্যা চক্রবর্তী জানালেন, ''কলকাতায় বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনে মহিলা খেলোয়াড়দের থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন জেলা থেকে গরিব মেয়েরা আসে। দূর থেকে প্রতিদিন এসে প্র্যাকটিশ করা সম্ভব নয়।

যেহেতু প্র্যাকটিশ কম হলে স্কিল ডেভলপমেন্ট হয় না তাই মানও বাড়ে না। অন্তত পক্ষে দুটো সপ্তাহ টানা কোচিং ক্যাম্প করতে পারলে আরও উন্নতি করতে পারবে বেঙ্গল ফিমেল হকি টিম। মেয়েদের খেলার সরঞ্জাম কেনার ক্ষমতা নেই তাই স্পনসরশিপের খুব প্রয়োজন। খেলার মেয়েরা শারীরিকভাবে ফিট থাকে তাই পুলিশের চাকরি অনায়াসে করতে পারে যদি সুযোগ পায়।'' একই মত হকি কোচ সুরভি মিত্রের।

শ্রীলঙ্কার আগে জিম্বাবোয়েতে অ্যাসিড টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপে রানার্স হওয়ার পর বাংলাদেশকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মনোভাব নিয়ে টিম ইন্ডিয়া পা রেখেছিল পদ্মাপারে। যদিও রাজনৈতিক সৌহার্দকে কাঁচকলা দেখিয়ে ভারত–বাংলাদেশ সিরিজ হয়ে উঠেছিল তিক্ততাময়। বিশ্বকাপের হারের জ্বালা মেটাতে নিজের দেশের মাটিকে কার্যত যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল বাংলাদেশের তরুণ দলটি। হাতেনাতে ফলও পেয়েছে তারা। যার ফলে টেস্ট সিরিজ ড্র থাকলেও একদিনের সিরিজে বাংলাদেশের কাছে হারতে হয় ভারতকে। শেষ ম্যাচে জয় না পেলে হোয়াইট ওয়াশ হয়ে যেত ধোনি বাহিনীর। বাংলাদেশের ব্যর্থতা এখন অতীত। যেমন অতীত সৌরভ–রাহুল –লক্ষ্মণ এবং শচীনদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটির গল্প।

তাও সল্প পরিসরে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। যার ফসল তুলতে আসন্ন জিম্বাবোয়ে সফরকে পাখির চোখ করতে চলেছে

ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ব্যাটে ব্যর্থতা ভুলতে যে ভারতীয় দল আপাতত জিম্বাবোয়ে যাচ্ছে তাতে অবশ্য প্রথম দলের অনেকে নেই। তাই পড়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া অজিঙ্কে রাহানের নেতৃত্বাধীন দল। তাছাড়া শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সিরিজের আগে জিম্বাবোয়েকে দুরমুষ করে নিজেদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে তুলে কলম্বোর মাটিতে পা রাখতে চাইছে ভারতীয়রা। তবে ভারতকে সফল হতে গেলে সবার আগে রানের খরা দূর করে ফর্মে ফিরতে হবে বিরাট কোহলিকে।

বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে রানের বাইরে দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে একদিনের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিও কার্যত নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারের শেষ লগ্নে পৌঁছে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় দলকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে এবং উজ্জীবিত করতে হলে সবার আগে বিরাটের রান পাওয়াটা জরুরি। তাহলে পাল্টে যাবে পুরো দলের মনোভাব।

মুম্বইয়ের হয়ে আইসিএল খেলবেন সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের মতোই এবার আকাশছোঁয়া দর উঠল আইএসএলেও। আইএসএলে এবারই হল প্রথম নিলাম। নিলামে দুজন ফুটবলার পেলেন ১ কোটি টাকার উপর দর। নিলামে আরাতা ও রিনো অ্যান্টোকে নিল অ্যাটলেটিকো দি কলকাতা।

বৃহস্পতিবারই ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫ ধাপ নেমে ১৫৬ নম্বর স্থানে নেমে এসেছে ভারত। জাতীয় দলের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী হলেও আইএসএলে যে তার কোনও প্রভাব পড়েনি, তা বোঝা গেল শুক্রবার সকাল থেকেই। মুম্বইয়ে আইএসএলের নিলাম ও ড্রাফটিংয়ে ফুটবলারদের দর উঠল কোটি টাকার উপরে।

১০ জন বাছাই ফুটবলার ছিলেন এই নিলামে। সর্বোচ্চ বেস প্রাইজ ছিল ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর ৮০ লক্ষ টাকা। মুম্বই সিটি এফসি সুনীল ছেত্রীকে নিলামে নিল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে আমাদের নম্বর

৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

ধাঁধা

অশোকবাবু শোক করেন না সদাই হাস্যময়,
নবদ্বীপে বদ্বীপ নেই এমন কখনও হয়?
দ্বীপ নেই কিন্তু বদ্বীপ আছে আজব কান্ড ভাই,
রতন বাবুর লেজটি কেটে উত্তর বলা চাই।

এসএমএস–এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ১১–১৭ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

গত সংখ্যার উত্তর সরগরম

ভীষণ বাজে

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর)

বর্ষা কালে সাতসকালে
বৃষ্টি এলো ঝমঝমিয়ে
আয়রে গোপাল আয়রে ভোলা
থাকনা যত কাজরে তোলা
খাতার পাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
নৌকা বানা ভাসিয়ে দেরে,
দেড় ব্যাটারি ব্যাঙের গান
কান পেতে শোন, 'গ্যাঙর গ্যাং'।
এমন সময় সূর্যিমামা
ভীষণ রেগে তেড়েমেড়ে
মারল উঁকি আকাশ পানে
অমনি যত মেঘের দল
পালিয়ে গেলো সদলবল!
কি আর করা পড়তে বসা
চলরে সবাই আপনকাজে
সূর্যি মামা ভীষণ বাজে।

সংশয়াবসান

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ভৌতবিজ্ঞানের ক্লাশের মাঝপথে প্রতিমা আন্টি ছাত্রীদের বললেন, আশাকরি এ পর্যন্ত তোমরা সব বুঝতে পেরেছ। কারও কোনও সংশয় থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পার। এরপর পরের পর্যায়ে চলে যাব। কথাটা বলে আন্টি এক এক করে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকলেন। উষসী বরাবরই ভাল রেজাল্ট করে। ওর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই, উষসী হাত তুলে কিছু বলতে চাইল।

বল কোথায় ডাউট, কী বুঝতে পারনি?

সকলের দৃষ্টি তখন উষসীর উপর নিবদ্ধ। উষসী উঠে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য কিছু চিন্তা করেই আবার বসে পড়ল।

কী হল? কিছু বললে না যে?

না আন্টি, এখন বুঝতে পেরেছি।

প্রতিমা আন্টি স্মিত হেসে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলো মুছে ফেলতে উদ্যত হলেন।

পবিত্র মন্ডল, নবম শ্রেণি, বিবেক নিকেতন, সামালি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।